

দিনা-সাতার প্রতি মম্বাতের দাশিৰু ও কৰ্বব্য

[বাশলা]

مسئوليات الأبناء نحو الوالدين

اللغة البنغالية

লেখক : মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

تأليف: المفتي محمد عبد المنان

মম্বাদতা : আব্দুল্লাহ মশীদ আব্দুল নসরাত

مراجعة: عبد الله شهيد عبد الرحمن

IslamHouse.com

ପୁସ୍ତିକା

ଆଲାହ ବା'ଆଲା ସାନବ ଜାବିକେ ଆମରାଖୁଲ ସାଧୁଲୁକାବ(ସୃଷ୍ଟିର ମେଲା ଜୀବ) ହିମାବେ ସୃଷ୍ଟି କଲେହେନ । ବିବି ବାଦେର ଏବିପାଳକ ଓ ହାସାବ-ସଂଖେର ସାଳିକ । ସହାବିଧେର ଆମର ମବକିହୁ ବିବି ବାଦେରହି କଲ୍ୟାଣେ ସୃଷ୍ଟି କଲେହେନ ଏବଂ ବାଦେର ମେବାସି ସିୟୋଜିବି ରୋହେହେନ । ବା'ରହି କାହେ ଆବାସ ସାନୁଷକେ ଫିରେ ଶେବେ ହବେ । ହିମାବ ଦିବେ ହବେ, ଜୀବତେର ମକଲ କର୍ଷକାଞ୍ଜେର । ହିମାବେ ସାରା ମଫଲକାସ ହବେ, ବାରା ଏବେଶ କରବେ ଅଖୁରସ୍ତ ବିଆ'ସବେ ପରିପୁର୍ବ ଜାହାବେ । ଆମର ସାରା ବ୍ୟର୍ଥ ହବେ, ବାରା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହବେ କଠିନ ଓ ଡଗ୍ଗାବକ ସାନ୍ଧିର ବିବାମ ଜାହାସାବେ ।

ହେଜାବେ ଏକାଟି ମୁଖୀ ଓ ମସୃଦ୍ଧ ମସାଜ ଜୀବନ ସାନବବାର ଏକାସ୍ତ କାସ୍ୟ । ପରିବାର ହେସ୍ତେ ମସାଜ ଓ ଗାଞ୍ଜେର ଡିକ୍ଟିସୁଲ ଏବଂ ବାର ଅବ୍ୟବସ ଅଞ୍ଜ । ପରିବାରେର ସାନ୍ଧି-ସୃଷ୍ଟିଲା ଓ ବିରାପଡାର ଉପର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ କରେ ମାସାଜିକ ସାନ୍ଧି, ମସୃଦ୍ଧି, ସୃଷ୍ଟିଲା ଓ ବିରାପଡା । ସାବା-ପିବା ହେସ୍ତେ ପରିବାରେର କର୍ବସାର, ମସ୍ତାବେର ଜବ୍ବାଦାବା ଓ ନାଲବ-ପାଲବକାରୀ ।

ସେ କୋବ ବାନ୍ଧିର ଜବ୍ବ ସାବା-ପିବାହି ହେସ୍ତେ ଆଲାହ ବା'ଆଲାର ମବଦାହିବେ ବଢ଼ି ବି'ଆସବ । ମସ୍ତାବେର ଅନ୍ଧିବୁ, ଜବ୍ବ ଓ ନାଲବ-ପାଲବ ହେସ୍ତାକାର ବିଷୟେ ଆଲାହର ପରେହି ସାବା-ପିବାର ଅବଦାନ ମବଦାହିବେ ବେଶୀ । ଏ କାର୍ଯ୍ୟେ ମସ୍ତାବେର ଏବି ସାବା-ପିବାର ଅଧିକାରଓ ଅବେକ ବେଶୀ । ବାହି ଆଲାହ ବା'ଆଲା ସାନବ ଜାବିକେ ଏବି ବା'ର ହିବାଦବ-ବନ୍ଦେଶୀ କରାର ପରେହି ସାବା-ପିବାର ମାଥେ ମଧ୍ୟବହାର ଓ ବାଦେର ଅଧିକାର ଆଦାସ୍ତେର ଏବି ମସାବିକ ଶୁରୁବୁ ଏଦାନ କଲେହେନ ।

ଆଲାହର ହିବାଦବ- ବନ୍ଦେଶୀ କରଲେ ଏବଂ ସାବା-ପିବାର ମାଥେ ମଧ୍ୟବହାର ଓ ବାଦେର ଅଧିକାର ଆଦାସ୍ତ କରଲେ, ବାଦେର ଦାଫାରସାଦୀ କରା ଥେକେ ଦୁରେ ଥାକଲେ ଏକାଦିକେ ସେସନ ମୁଖୀ ଓ ମସୃଦ୍ଧସାଲୀ ପରିବାର ଓ ମସାଜ ବିବିସାଣେର ସାଧ୍ୟସେ ସାନୁଷେର ହେଜାବିନ ସାନ୍ଧି, ମସୃଦ୍ଧି ଓ ସାହେନ୍ଦେ ଡରପୁର ହେସ୍ତେ ଠେବେ, ଅପରାଦିକେ ପରକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଜୀବିବେ ବଦ୍ଦପ ବାରା ନାଢ଼ କରବେ ଆଲାହର ଅଖୁରସ୍ତ ବି'ଆସବେ ଡଗ୍ଗା ଜାହାବ । ମେଥାବେ ଗସ୍ତେହେ ମିଶାହୀନ ସାନ୍ଧି ଓ ଅବାବିଲ ମୁଖ- ମସ୍ତାବ ।

ଆସାଦେର ମିଶ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମସାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବେକାଶେହି ହିମାସାଦୀ ବସ୍ତ । ବିଷୟ ମସ୍ତାବେର ଏବି ସାବା-ପିବାର କି କି ଅଧିକାର ଗସ୍ତେହେ ଏବଂ ସାବା-ପିବାର ବ୍ୟପାରେ କି କରବାର ବା ଆସାଦେର ଅବେକେରହି ଅଜ୍ଞାବା । ବସ୍ତ ଏ ବ୍ୟପାରେ ଆସରା ଖୁବହି ଅମଚେବନ ଓ ଗାଫେଲ । ଅଥଚ ଏକାଟି ମୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ଏକାଟି ମୁଖୀ-ମସୃଦ୍ଧିସାଲୀ ମସାଜ ଗଢ଼େ ଡୋଲାର ଜବ୍ବ ସାବା-ପିବାର ଅଧିକାର ଆଦାସ୍ତେର କ୍ଷେତ୍ରେ ମଚେବନ ଥାକା ବିବାସ୍ତ ଏସ୍ତୋଜନ । ଏହି ଏସ୍ତୋଜନ ଉପଲବ୍ଧି କରେହି ଏ ଶୁରୁବୁପୁର୍ବ ବିଷୟାଟି ସୁଲେ ସରାର ଜବ୍ବ ଆସାର ଏ ସ୍ତୁର ଏସ୍ତାମ । ପୁସ୍ତିକା ପାଠ କରେ କେଟି ଉପକୃତ ହଲେ ଏବଂ ସାବା-ପିବାର ଅଧିକାରେର ଏବି ଲୋକେରା ମଚେବନ ଓ ସବ୍ବବାନ ହଲେ ଆସାର ଏଫେଣ୍ଟି ମାର୍ଥକ ହେସ୍ତେହେ ବାଲେ ସତେ କରବୋ ।

ଏ କାଞ୍ଜେ ସାରା ଆସାକେ ବିଫଳିଢାବେ ମହୋଷିବା କଲେହେନ ବାଦେର ଏବି ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏକାଶ କରାହି, ବିଶେଷ କରେ ସୁହବାନାସ ସୁହାସ୍ତଦ ମାବୋସାର ହୋମେବ ଡାହିସ୍ତେର ଏବି । ପୁସ୍ତିକାଟି ଲିଖାର କାଞ୍ଜେ ବିବିହି ଆସାକେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲେହେନ

ଏବଂ ବାକି ବଢ଼ାବଦାନେହି ପୁସ୍ତିକାଟିରୁ ଏଥରୁ ଏକାଠି ମଞ୍ଜୁର ହେବ । ବହିଟିରେ କୋଉ
ଫୁଲକାଟି କାନ୍ଦୁ ଫୁଟିଯାଇଛି ହେଲେ ଏବଂ ତା ଆକାଶରେ ଜାବାଳେ କୃଷକମାନଙ୍କ ମାଥେ ଶ୍ରବଣ
କରା ହେବ । ଶିକ୍ଷାଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନର ପାଖ ଆକାଶରେ ଏ ବର୍ଷରୁ ଫୁଟି କରୁନ କରୁନ ।
ଆସିବ ।

ବିବିଧାବିବିଧ

ସୁହାସନ ଆହୁରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ

ସୁନିମିତ୍ର

ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ସାବା-ପିତାଙ୍କ ମାଥେ ମଧ୍ୟବିହାରୀ ୧

ସାବା-ପିତାଙ୍କ ଆଧିକାରୀ ୭ ବାଦେଇ ଏହି ମଧ୍ୟବିହାରୀ ୧

ଜ୍ଞାନର ପରମ ସାବା-ପିତାଙ୍କ ହେବ ଟ

ସାବା-ପିତାଙ୍କ ମାଥେ ମଧ୍ୟବିହାରୀ କରା ବର୍ଷାରେ ବୈଷିକ ଟ

ସାବା-ପିତାଙ୍କ ମାଥେ ମଧ୍ୟବିହାରୀରୁ ଆଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନର ୭

ସାବା-ପିତାଙ୍କ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାକାତୋ କରୁନ ହେଉଛି ମସାବ ୭

ସାବା-ପିତାଙ୍କ ମାଥେ ମଧ୍ୟବିହାରୀ କରା ଜ୍ଞାନରୁ ବିକଳି ମର୍ବାସିକ ପିଣ୍ଡ ୨୦

କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷେ ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ମେବା କରା ଜିହାଦେର ନାହିଁବେ ଉକ୍ତ ୨୦

ଯାତ୍ରୀର ଅଧିକାର ପିତ୍ରୀର ଦିନ ୫୯ ୨୦

ମର୍ଦ୍ଦାସିକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆକ୍ଷର ୨୪

ଯାତ୍ରୀର ମାତ୍ରେ ମହାବେର ଆକ୍ଷରବେର ଏକାଟି ଟିପ୍ପ ୨୫

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ୨୬

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ବଦଳା ୨୭

ଅସ୍ତ୍ରମଳିକ ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ଏକା ଆକ୍ଷର ୨୯

ଦୁଧ ଯାତ୍ରୀର ଏକା ମହାବେର ଏକା ୩୦

ପିତ୍ରୀର ଆତ୍ମବ୍ୟୟ ୩୧

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ମାତ୍ରେ ମହାବେର ଏକାଦାନ ୨୦

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ହିନ୍ଦିକାଳେର ପର ମହାବେର କରଣୀୟ ୨୨

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ଜନ୍ମ ଦୁଃଖା କରା ୨୨

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ଧନ ପରିମୋକ୍ଷ କରା ୨୨

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ଶ୍ରୀୟା ଓ ଅମିତାଭ ପୁରବ କରା ୨୭

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ବନ୍ଧୁ- ବାନ୍ଧବଦେର ମାତ୍ରେ ମହାବେର କରା ୨୫

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ଆତ୍ମୀୟ- ସ୍ଵର୍ଗଦେର ମାତ୍ରେ ମହାବେର କରା ୨୬

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ମାତ୍ରେ ମହାବେର ଉପକାରଣା ୨୮

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ନାମାକରଣା ୭୦

ଜନ୍ମବ୍ୟୟର ପାଦ ୭୨

ଯେ ପିତ୍ରୀକେ ଆଦିଶାପ ଦେଇ ବାର ଉପର ଆଲାହ ବା'ଆଲାର ଆଦିଶାପ ୭୫

ଅବାଧ୍ୟ ମହାବେର ଜନ୍ମ ଜ୍ଞାନାବ ହରାସ ୭୬

ଯାତ୍ରୀର ମାତ୍ରେ ନାମାକରଣା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ୭୯

ନାମାକରଣା ମହାବେର କ୍ଷମା ଅବିବାର୍ଥ ୭୮

ଯାତ୍ରୀର ବଦ ଦୁଃଖା ୮୦

ହିମାଳୟ ପୂର୍ବ ଏକାଟି ଷଟ୍ଟିବା ୮୦

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଆଦାୟ କରା ଓ ନା କରାର ପରିମାଣ ୮୨

ସାକ୍ଷୁର ଦୁଃଖା ୮୨

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ନାମାକରଣା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦୁନିଆ ଥେକେହି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ୮୭

ଯାତ୍ରୀର ମାତ୍ରେ ନାମାକରଣା ୮୭

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ନାମାକରଣା ମହାବେର ବନ୍ଧୁରୂପେ ଶ୍ରବଣ ନା କରା ୮୮

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ନାମାକରଣାଦେର ହିନ୍ଦବ ଆଲାହ କରୁଳ କରଣ ନା ୮୯

ପରିବାର ଥେକେ ବହିଷ୍କାର କରଣେ ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ନାମାକରଣା କରା ଯାବେ ନା ୮୯

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ନାମାକରଣା ବଦଳା ୮୯

ଯାତ୍ରା-ପିତ୍ରୀର ନାମାକରଣା ଅପକାରଣା ୮୯

প্রথম অধ্যায়

ষাভা-দিভার মাথে মধ্যবহান

ষাভা-দিভার অধিকার ও বাঁদের প্রতি মধ্যবহানের বিবরণ

মধ্যবহান বলা হয়, ষাভা-দিভার প্রতি মহানুভূতিশীল হওয়া, বাঁদের মাথে সুন্দর ও কোমল আচরণ করা, বাঁদের প্রতি দয়া পরচয় হওয়া ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা, বাঁদের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং বাঁদের অবস্থান প্রতি লক্ষ্য রেখে বাঁদের সেবাযত্ন করা ও বাঁদের খাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা।^১

ইমাম আবুল লাইম মসনকন্দী (রঃ) সম্ব্রাতের উপর ষাভা-দিভার অধিকার এবং ষাভা-দিভার মাথে মধ্যবহান সম্পর্কে লিখেছেন, বাঁদের যখন পানাহারের প্রয়োজন হয় তখন বাঁদেরকে পানাহার করানো। বাঁদের পোশাকের প্রয়োজন হলে পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া।

বাঁদের যখন যে সেবাযত্নের প্রয়োজন হয় তখন সেই সেবা প্রদান করা। বাঁরা ঢাকলে মানন্দে বাঁদের ঢাকে মাড়া দেয়া, বাঁরা কোন কাজের আদেশ করলে তা পালন করা, বাঁদের মাথে তশ্রুভাবে বিনয়ী মূর্দে কথা বলা, বাঁদের নাম ধরে না ডাকা, বাঁদের আগে না হাটা, বাঁদের মাথতে ও উপরে না বসা। বাঁদের দিহতে ও নিচে বসা এবং সব সময় বাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। বাঁদের নাকরশাবনী ও অবাখতাবা থেকে দূরে থাকা।^২

আলাহর পরই ষাভা-দিভার হক

আলাহ বা'আলা বলেনঃ

وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

আপনার প্রতিপালক ফায়সালা করে দিয়েছেন যে ভোষরা আলাহ হাড়া আর আর কারো ইবাদত করবে না এবং ষাভা-দিভার মাথে মধ্যবহান করবে।^৩

আলাহ বা'আলা বলেনঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অগ্রীকার নিয়েছি যে, ভোষরা আলাহ হাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং ষাভা-দিভার মাথে মধ্যবহান করবে।^৪

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

^১ সালেহ ইবন আব্দুর রহমান ইবন হুমাইদ, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন মালুহ (এর তত্ত্বাবধানে রচিত), মাসু'আহ নাদরাতুন না'ঈম, দারুল ওয়াসীলা, ৩য় সং, ১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ইং, ৩খ, পৃ. ৭৬৭; ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওয়াকফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৪০১. পৃ.১০,১১

^২ নাদরাতুন না'ঈম, ৩খ, পৃ. ৭৭৯

^৩ সুরা বানী ইসরাঈল:২৩

^৪ সুরা আল-বাকার:৮৩

ভাষান্না জালাহন্ন ইবাদত-বন্দেগী কন্নো, ভাঁন্ন মাথে কাঢ়িক শরীক কন্নো না
 মাভা-দিভান্ন মাথে মধ্যবহন্ন কন্নো।^১

ভিতি অন্য এক আশ্নাভে বলনঃ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُكُمَا فِي الدِّينِ مَعْرُوفًا

ভাষান্ন মাভা-দিভা যদি আশান্ন মাথে ষষন মব বিশ্বক শরীক কন্নবে
 পাড়াপাড়া কন্নে, শান্ন জ্ঞান ভাষান্ন নেই; তবে ভুশি ভাদেন কথা মানবে না ষবঃ
 দুনিয়াভে ভাদেন মাথে মদ্বাবে মহজবস্থান কন্নবে।^২

উপলোভ আশ্নাভমম্মুহে জালাহন্ন ইবাদত-বন্দেগী কন্নান ও ভাঁন্ন মাথে কাঢ়িক
 শরীক না কন্নান নির্দেশে দাশাদাশি মাভা-দিভান্ন মাথে মধ্যবহন্ন কন্নান নির্দেশ
 দেয়া হয়োহে। অভষব, জালাহন্ন হক্কের পরেই বড় হক্ক হাচ্ছ, মাভা-দিভান্ন হক্ক।

মাভা-দিভান্ন মাথে মধ্যবহন্ন কন্নো ববীশবের বৈশিষ্ট্য

জালাহ ভা'জালা বলনঃ

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ 12 ۝ وَحَتَّىٰ
 مِنْ لَدُنَّا وَرَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝ 13 ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ
 جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ 14

হে ইয়াহয়্যা! দৃঢ়ভান্ন মাথে ষই ব্রহ্ম ধারন কন্নো আশি ভাক্কে শৈশবেই বিদ্রান্ন
 বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান কন্নহিলাষ ষবঃ নিজেই পক্ষ থেকে দশ্যদ্রভা ও পবিত্রতা দান
 কন্নহি। মে হিল পরহেজ্জান্ন। মাভা-দিভান্ন অনুগত ষবঃ মে উদ্ভব নাক্কনমান
 হিলা না।^৩

হুমা জাবলন

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ 31 ۝ وَبَرًّا
 بِوَالِدَتِي

ভিতি (জালাহ) আশাকে নির্দেশ দিয়েহেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নান্য
 কান্নে ও শাক্কাত আদায় কন্নবে ষবঃ জবতীর অনুগত থাকবে।^৪

মাভা-দিভান্ন মাথে মধ্যবহন্নের প্রতিদান জালাহ

নামুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি ওয়া মালাশ বলনঃ আশি জালাভে প্রবেশ
 কন্নলাষ, অভঃপর মেখাতে কুরআন ভিলাঞ্জাভ শুনবে দেলাষ। জিজ্ঞেস
 কন্নলাষ, ষই ব্যক্তি (ভিলাঞ্জাভকারী) কে? ফেরেশতাষব বললেন, শান্নিমা ইবন
 নুমান (না)।^৫ নামুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি ওয়া মালাশ মাহবায়ে কেরাষকে

^১ সূরা আন-নিসা:৩৬

^২ সূরা লুকমান : ১৫

^৩ সূরা মারইয়াম:১২-১৪

^৪ সূরা মারইয়াম:৩১-৩২

লক্ষ্য করে বললেনঃ) দু'ন্যয় প্রভিদান ঐক্যদেই। মে হিল বার মায়েন মাথে
সর্বাপেক্ষা সঙ্গতজনকারী।^১

ইয়াযেনে উল্লাহ্‌ইম করতী নামে একজন মুসলমান বাস করতেন। মায়েন
খেদমতে মশগুল ছিলি রামুল্লাহ্‌ মালালাহ্‌ জালাহিহি ওয়া মালাযেন মাথে
মাফ্য করত পালেননি। কিন্তু মায়েন খেদমতের বদৌলতে জালাহর দরবারে
বাঁর সর্বাদা হিল অনেক ঐশ্ব্য। ছিলি ছিলত মুসবাজানুদ দাওয়াত। অর্থাৎ বাঁর
দুজা করুল করা হতো। রামুল্লাহ্‌ মালালাহ্‌ জালাহিহি ওয়া মালায উমার (রা)
এর উদ্দেশ্যে বলেন, সমস্ত হলে থাকে বোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার জবেদন
করবে। উমার (রা)- এর যুগে ইয়াযেনের একটি মাহাত্যকারী দলের মাথে ছিলি
খলিকার দরবারে জামেন। উমার (রা) বাঁর নিকট দুজা চাইলে ছিলি বাঁর জন্য
দুজা করত।^২

মায়েন খেদমতের সূত্রেই ছিলি ঐ সর্বাদা লাফ করত।

^১ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্‌, হাকিম নিশাপুরী, আল মুস্তদরাক, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ৪
খ, প. ১১৫;

^২এ বর্ণনা তিনটি হাদিসের সার-সংক্ষেপ। দেখুন, সহিহ মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা।
হাদিস নং ২২৩, ২২৪, ২২৫

যাভা-দিভার প্রতি প্রত্যুত্তরে ভাকানো করুল হজের মশাব

আম্মুলাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রামুল্লাহ মালানাহ আলাহিহি ওয়া মালানা বলাহেনঃ কোত তেককার মন্তাব যখন শীঘ্র যাভা-দিভার প্রতি রহস্যের দৃষ্টিতে ভাকায় তখন আলাহ বাআলা বার প্রতিটি দৃষ্টি বিবিসয়ে বার আমলনাযায় একটি মকবুল হজ লিপিবদ্ধ করে দেন। মাশাবিশ্ব আরয করলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার ওড়াতে ভাকায়? ভিতি বললেনঃ হ্যাঁ (প্রত্যেক দৃষ্টি বিবিসয়ে সে এই মাওয়াব পাবে থাকবে) আলাহ অভি মহান, অভি পবিত্র তাঁর চাওয়া কোত অড়াব নহে।^১

যাভা-দিভার মাথে মধ্যবহার করা আলাহর বিকট মর্বাখিক প্রিয়

আম্মুলাহ ইবন যামঈদ (রা) বলেন, আমি রামুল্লাহ মালানাহ আলাহিহি ওয়া মালানাহে জিহ্ম করলাম, কোত আমল আলাহর বিকট মবচাইবে বেশি প্রিয়? রামুল্লাহ মালানাহ আলাহিহি ওয়া মালানা বলাহেনঃ মশয় মত্তো নাযায় আদায় করা। আমি আবার জিহ্ম করলাম, এরপর কোত কাজ? ভিতি বললেনঃ যাভা-দিভার মাথে সুন্দর আচরণ করা।

আমি জিহ্ম করলাম, এরপর? ভিতি বললেনঃ আলাহর রাওয়া জিহাদ করা।

২

আম্মুলাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রামুল্লাহ মালানাহ আলাহিহি ওয়া মালানাহের নবুয়াহের মুচনালয়ে-তখন ভিতি আপনে ইমলাষ ঘচান করবেন- আমি বার খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, আপনি কে? ভিতি বললেনঃ আলাহর রমুল! আলাহ আমাকে রমুল হিমেবে পাঠিয়েছেন। আমি জিহ্ম করলামঃ ভিতি আপনাকে কি বিধান মহকারে পাঠিয়েছেন? ভিতি বললেনঃ আলাহ আমাকে তাঁর দামবু করা, প্রতিবা ছেলে ফেলা, মধ্যবহার ও মদাচরণের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশমহকারে পাঠিয়েছেন।^২

কেষ বিশেষে যাভা-দিভার মেবা করা জিহাদের চাইবে উত্তর

মুয়াবিশা ইবন জাহিা আম-মুলাযী (রা) বলেন, আমি রামুল্লাহ মালানাহ আলাহিহি ওয়া মালানাহের বিকট থমে বললাম, হে আলাহর রামুল! আমি আলাহর মন্তুচি এবং পরকালীন নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে আপনার মাথে জিহাদে যেতে চাই। ভিতি বললেনঃ আফমোম বোমার জন্য! বোমার যা কি বেঁচে জাহেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, বেঁচে জাহেন। ভিতি বললেন যাও, বার খেদমতে আত্মবিশ্বাস করো। এরপর আমি অন্যদিক থেকে থমে আরয করলাম, হে আলাহর রামুল! আমি আলাহর মন্তুচি ও পরকালীন মুক্তি আশায় আপনার মাথে জিহাদে যেতে চাই। ভিতি বললেনঃ আফমোম বোমার জন্য! বোমার যা কি বেঁচে নহে? আমি বললাম হ্যাঁ, বেঁচে জাহেন। ভিতি

^১ মিশকাতুল মাসাবীহ, আদব, অনুঃ সংকাজ ও সন্যবহার, পৃ.৪২১ (বায়হাকী বরাত)

^২ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদইবন ইসমাল আল বুখারী, সহিহ আল বুখারী, মাওয়াযীতুস সালাত,

অনুঃ ৫, ফাদলুস সালাত লি-ওয়ারতিহা; ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, সহিহ মুসলিম, ঈমান, অনুঃ ৩৬, আলাহর প্রতি ঈমান উত্তম আমল হওয়ার বর্ণনা, নং ১৭৩

^৩ আল মুস্তদরাক ৪ খ, পৃ. ১৪৮

বলেন ঃ যাও, তাঁর মেবা কর। অবধপন্ন জাশি তাঁর মাশবের দিক দিয়ে থমে বলনাশ, হে আলাহর রমুল! জাশি আলাহর মনুষ্টি ও পরকালীন মফলভা লাডের জাশায় আপনার মাথে জিহাদে শাশিল হব চাই। ভিতি বলেন ঃ আফসোম বোশার জন্ত্য! বোশার যা কি বেঁচে বেই? জাশি বলনাশ, ইয়া রামুল্লাহ! জাশার যা বেঁচে জাহেন। ভিতি জাশাকে বললেনঃ আফসোম বোশার জন্ত্য! ভুশি বোশার শায়ের চরন জাকড়ে ধর। মেথানেই রয়্যেহে জার্নাভ।^১

জানু মাহিদ খুদরী (রা) থেকে বর্নিভ। ভিতি বলেন, জৈনক ব্যক্তি ইয়েশেন থেকে হিজরত করে রামুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালানের দরবারে থমেহে। রামুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালান ঙ্গাকে বললেন ঃ ভুশি শিরক পরিত্যাগ করে থমেহে। হবে বোশার জিহাদ বাকি রয়্যে থেহে। ইয়েশেনে কি বোশার শাভা-দিভা বেই? লোকটি বলল, ইয়া জাহেন। ভিতি জিজ্ঞেস করলেনঃ জান্না কি বোশাকে জিহাদে জামার অনুমতি দিয়েহেন? জবাবে লোকটি বলল, না, অনুমতি দেয়নি। রামুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালান ঙ্গাকে বললেন ঃ বোশার শাভা-দিভার কাহে যাও, জান্না অনুমতি দিলে জিহাদের জন্ত্য থমে। অন্যথায় বাদের মেবা- খর করো।^২

জানাম(র) থেকে বর্নিভ। ভিতি বলেন, ঃক ব্যক্তি রামুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালানের দরবারে থমে জার্নত করল, ইয়া রামুল্লাহ! জাশার জিহাদে যাওয়ার খুব ইচ্ছা, জখচ জাশার মেই মাশর্থ্য বেই। রামুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালান ঙ্গাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বোশার শাভা-দিভা কেটে বেঁচে জাহেন কি? লোকটি বলল, জাশার যা বেঁচে জাহেন। ভিতি বললেনঃ বোশার শায়ের মেবায় নিয়োজিত থেকে জালাহর মাফ্ফাভ লাউ করো। ঃটি যদি ভুশি করতে পারো, বাহলে ভুশি হজ ও টেমরা ঃবৎ জালাহর পাথে জিহাদকারী হিমাতে পরিশ্রমিত হবে।^৩

জাম্বুলাহ ইবন টেমার (র) থেকে বর্নিভ। ভিতি বলেন, ঃক ব্যক্তি রামুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালানের দরবারে থমে জার্নত করলো, হে জালাহর রমুল! জাশি জালাহর মনুষ্টি ও পরকালীন বাজাভ লাডের উদ্দেশ্যে আপনার মাথে জিহাদ করার জন্ত্য থমেহি। জাশাকে জামতে দেখে জাশার শাভা-দিভা দুজবই কাঁদছিল। ঃকথা শুনে ভিতি লোকটিকে বললেনঃ ভুশি ঙ্গাদের কাহে ফিরে যাও ঃবৎ ঙ্গাদের মুখে হামি ফুটিও, ঃষশিটোনে ভুশি ঙ্গাদেরকে কাঁদিয়েছিল।^৪

^১ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন মাজাহ আল কাজভীনি, সুনানু ইবন মাজাহ, কাদীমী কুতুবখানা, করাচী, কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ১৭

^২ আহমাদ আব্দুর রহমান আল- বান্না, ফাতহুর রাব্বানী (শরহে মুসনাদে আহমাদ) দারুল হাদিস কায়রো, ১৯ খ, পৃ. ৩৬; ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তুনী, সুনান আবু দাউদ, দারুল ইহয়াউস সুন্নাহ আল নাবাবিয়া, ৩ খ, পৃ. ১৭

^৩ ইমাম আল মুনিযীরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহিব, দারুল ইহয়াউত তুরাস আল আরাবী বৈরুত, ৩য় সং, ১৩৮৮ হি, ১৯৮৮ সন, ৩খ, পৃ. ৩১৫

^৪ ইবন মাজাহ, পৃ. ২০০, আল-মুসত্তদরাক, ৪খ, পৃ. ১২৫

আম্মুলাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী মালাল-
 হ আলহিহি ওয়া মালামের নিকট গিয়ে বলেন, আমি আম্মুলাহর নিকট থেকে
 প্রতিদান পাওয়ার আমায় আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বাইআত করছি।
 তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ কি
 জীবিত আছেন? লোকটি উত্তরে বলেন, তাঁরা উভয়ে জীবিত আছেন। তিনি
 লোকটিকে বললেনঃ তুমি বাস্তবিকই আম্মুলাহর নিকট থেকে হিজরত ও জিহাদের
 প্রতিদান পেতে চাও? লোকটি জবাবে বলেন হ্যাঁ, পেতে চাই। আম্মুলাহ মালাল-
 হ আলহিহি ওয়া মালাম তরফদ করলেনঃ তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে
 ফিরে যাও তাঁদের সাথে সম্মতবহার করবে থাকো।^১

মুজাব্বিয়া ইবন জাহিশ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন আমার দিবা জাহিশ (রা)
 নবী মালালাহ আলহিহি ওয়া মালামের নিকট গিয়ে বললেন ইয়া আম্মুলাহ!
 আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা করছি। এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে
 পরামর্শ করবো গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার মা জীবিত আছেন কি?
 সে বললো হ্যাঁ, আছেন। তিনি বললেনঃ যাও, মায়ের খেদমতে আব্বাবিল্লাহ
 করো। কেননা আল্লাহ তাঁর পায়ের কাছে।^২

^১ সহিহ মুসলিম, কিতাবুল বির, অনু: মাতা-পিতার সাথে সম্মতবহার।

^২ আল মুস্তদ্রাক, ৪খ, পৃ. ১৫১ ফাতহুর রাব্বানী, ১৯ খ, পৃ. ৩৬

যাযার অধিকার দিবার শিব ধ্ব

আলাহ্‌ বাআলা বলনঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

আমি মানুষকে যাবা-দিবার সাথে মুন্দর আচরণের ভাষিদি দিয়েছি।

ভার মা অনেক কষ্টে থাকে গর্ভে ধারণ করেছে ৭৩ বহু কষ্ট করে টুপিষ্ট করেছে। গর্ভে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজের) সময়কাল হলো আড়াই বছর।^১

ভিতি আরো বলনঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আমি মানুষকে ভার যাবা-দিবার সাথে মধ্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। ভার মা থাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরের মধ্যে। ৭ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমায় প্রতি ও ভোমায় যাবা-দিবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।^২

আবু হুরাইরা (রা) বলন, ৭ক ব্যক্তি রাসূলুলাহ্‌ মালানাহ্‌ আলাহীহি ওয়া মালানাশের দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুলাহ্‌ ! আমায় মুন্দর আচরণের সবচাইতে বেশি হকদার কে? ভিতি বললেনঃ ভোমায় মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, ৭রপর কে? ভিতি বললেনঃ ভোমায় মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো ভারপর কে? ভিতি বললেনঃ ভোমায় মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো ৭রপর কে? ভিতি বললেনঃ ভোমায় দিবা।^৩

বাহ্য ইবন হাকিম তাঁর দিবার মুখে ভার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। ভিতি বলন, আমি আরও করলাম, ইয়া রাসূলুলাহ্‌! আমি কার সাথে সবচাইতে বেশী ঢালো ব্যবহার করব? ভিতি বললেনঃ ভোমায় মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ভারপর কার সাথে? ভিতি বললেন ঃ ভোমায় মায়ের সাথে। ভিতি আবারও জিজ্ঞেস করলেনঃ ভারপর কার সাথে? ৭বারও ভিতি বললেনঃ ভোমায় মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ভারপর কার সাথে? ভিতি বললেন ঃ ভোমায় দিবার সাথে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তী আত্মীয়- স্বজনদের সাথে।^৪

শিকদাশ ইবন সা'দিকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত। ভিতি বলন; রাসূলুলাহ্‌ মালানাহ্‌ আলাহীহি ওয়া মালানাশ বলেছেনঃ নিশ্চয় আলাহ্‌ বাআলা ভোমাদের মায়েদের

^১ সূরা আল-আহকাফঃ ১৫

^২ সূরা লুকমানঃ ১৪

^৩ সহিহ আল বুখারী, এইচ এম সাঈদ কম্পানী, আদব মঞ্জিল, করাচী, কিতাবুল আদব, ২খ, পৃ:৮৮২; সহিহ মুসলিম, প্রাপ্ত আরো দ্রঃ ইবন মাজাহ, পৃ. ২৬০ আল মুসতাদরাক, ৪খ, পৃ. ১৫০ ফাতহুর রব্বানী ১৯খ, পৃ. ৩৮

^৪ আল মুস্তাদরাক, ৪খ, পৃ. ১৫০;

সম্পর্কে ভাষাদের উপদেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ ভাদের সাথে সদ্‌চরিত্র করার আদেশ দিচ্ছেন। একথা ভিত্তি ভিত্তি বলায় বলায় । বিশেষ জানাহ ভাষাদের পিছাদের সম্পর্কে ভাষাদের উপদেশ দিচ্ছেন । বিশেষ জানাহ পশ্চিমবঙ্গে বিকল্পবিধিদের সম্পর্কে ভাষাদের উপদেশ দিচ্ছেন। (সদাচারের) ১

আনু হুসাইন (না) থেকে বর্ণিত। ভিত্তি বলেন, জৈনক ব্যক্তি নবী মনালাহ জানাহি ওয়া মালামের কাছে যেম জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে ভিত্তি বলেনঃ ভাষার মাঝ-পিছা কি বেঁচে আছে? লোকটি বললো, হ্যাঁ, বেঁচে আছে। ভিত্তি বলেনঃ ৪ ভাদের সাথে জিহাদ করো। ২

অর্থাৎ ভাদের সেবা-যত্ন ও খেদমতে আত্মনিয়োগ কর। এটিই জিহাদ। আশিষা (না) থেকে বর্ণিত। ভিত্তি বলেন, আশি মামুনুলাহ মনালাহ জানাহি ওয়া মালামকে জিজ্ঞেস করি, হে জানাহর মামুন! মহিলাদের উপর সবদৃষ্টে বেশি অধিকার কার ? ভিত্তি জবাব দিলেন ৪ ভার শাসীর। বললাম, পুরুষের উপর সবদৃষ্টে বেশি অধিকার কার? ভিত্তি বলেনঃ ভার মায়ের। ৩

সর্বাধিক প্রিয় আশন

ইবন আত্বাম (না) বলেন, জানাহ বাজালার বিকল্প মাঝ-পিছার সাথে সদ্‌চরিত্র করার দৃষ্টে অধিক প্রিয় আর কোন আশন হতে পারে বা আশার জ্ঞান নেই। ৪

মায়ের সাথে সদ্‌চরিত্রের আদর্শের একটি দৃষ্ট

আনু হুসাইন (না) থেকে বর্ণিত। কিছু দিন আনু হুসাইন (না)- এর মা এক বাড়িতে এবং আনু হুসাইন (না) আম্র দূরে টিন এক বাড়িতে বসবাস করতেন। আনু হুসাইন (না) যখনই বাইরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন মায়ের ঘরের দরজায় যেম দাঁড়িয়ে বসতেন, ইয়া আম্রাজান! আম্র মালাম জানাহিকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্লাহি। তাঁর মা টিভর থেকে বসতেন, প্রিয় পুত্র! ওয়া জানাহিকুম মালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্লাহি। অবশ্যই আনু হুসাইন (না) বসতেন, আম্রাজান, শেষকালে যেভাবে আপনি স্নেহ ও মায়া-মমতামহকাবে আম্রাকে লালন-পালন করছিলেন তেমনিভাবে যেন জানাহ বাজালা আপনার প্রতি রহম করেন। জবাবে ভিত্তি বলেন, প্রিয় পুত্র! ৫ বৃদ্ধ বয়সে ভ্রূষি আশার সাথে যেমন সুন্দর ও সদ্‌চরিত্র করছে তেমনি জানাহও যেন ভাষার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। ৫

মাঝ-পিছার জন্য অর্থ ব্যয়

যেভাবে সদ্‌চরিত্রের ওপর মাঝ-পিছার অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে সদ্‌চরিত্রের সম্পদের ওপরও ভাদের অধিকার রয়েছে। ৬ সম্পর্কে জানাহ বাজালা বলেনঃ

১ ইবন মাজাহ; পৃ. ২৬০

২ সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ, প্রাগুক্ত

৩ আল মুসতাদারাক, ৪র্থ পৃ. ১৫০

৪ আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৭;

৫ ইমাম সুয়ূতী, আদ দুররুল মানসুর, ৫র্থ পৃ. ২৬০; আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১০

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ
 “হে নবী লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি ব্যয় করবো? আপনি
 তাদেরকে বলে দিন, যে মালই বোমরা ব্যয় করো না কেন? বার প্রথম হকদার
 হলো বোমার মাঝা-দিবা।”^১

এক ব্যক্তি রামুল্লাহ মাললাহ জালাহিহি ওয়া মালামের নিকট শীঘ্র দিবার
 বিলম্বে অপ্রিয়োগ এনে বললো, তিনি যখনই ইচ্ছা করতেন আমায় মস্হদ নিয়ে
 নেন। রামুল্লাহ মাললাহ জালাহিহি ওয়া মালাম বার দিবারে চাকলেন।
 নাটি উন্ন করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাশির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।
 বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, হে জালাহর রমুল! এক সময় আমায় ৭ হলে দুর্বল
 অমহায় ও কাপদকর্ষীত ছিল। আমি বখন হিলাশ শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি
 কখনও থাকে আমায় মস্হদ নিয়ে বাধা দেহি। আজ আমি দুর্বল ও
 কাপদকর্ষীত, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন বার মস্হদ আমাকে দেয় না।
 একথা শুনে রামুল্লাহ মাললাহ জালাহিহি ওয়া মালাম বললেনঃ তুমি এবং
 বোমার মস্হদ বোমার দিবার।^২

মাঝা-দিবার মাথে মধ্যবহার মস্হদে হামান বমরী (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলে
 তিনি বলেনঃ বোমার মালিকানাধীন মস্হদ তাঁদের প্রয়োজন সাফিক ব্যয়
 করবে। তাঁরা যা আদেশ করতেন তা যদি ধনার কাজ না হয়, তা যেতে চলবে।^৩

মাঝা-দিবার বদলা

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী মাললাহ জালাহিহি ওয়া মালাম
 বলেছেনঃ কোন মন্তান দিবার স্বেহ-জালবামা, লালন-দালন এবং কষ্টের হক
 আদায় করবে বা বার বদলা দিবে মস্হদ নয়। তবে সে যদি তাঁকে কারো দাম
 রূপে পায়, অবশ্যপর তাঁকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়, বাহলে কিছু হক আদায়
 হয়।^৪

আবু মুসা আশ'জারী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা)
 দেখলেন, জনৈক ইয়েমেনী শীঘ্র মাঝাকে দিঠে বসিয়ে কাবা শরীফ ভাঙাফ
 করছিল এবং আবেগের মাথে ৭ কবিভা পাঠ করছিল-

আমি তাঁর নিবাস অনুগ্রহ মাগ্গারী উ

যখন তাঁর মাগ্গারী উয়ে উথে বখন আমি দেহনা হুট।

^১ সূরা আল বাকারা ২১৫

^২ ইবনু মাজাহ, তিজারাত, পৃ. ১৬৫; ইউসুফ ইসলাহি, হুসনে মুয়াশারাহ, অনুবাদ আব্দুল কাদের,
 মাঝা-পিতা ও

^৩ আদ দুররুল মানসুর, ৫খ, পৃ. ২৪৯

^৪ সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইতক, অনু: পিতাকে আবাদ করার ফযিলত; হা: ১৫১০; ইমাম আবু
 দ্বাসা মুহাম্মাদ ইবন দ্বাসা তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, মুখতার এন্ড কম্পানী দেওবন্দ ইন্ডিয়া,
 ২খ, পৃ. ১২; আবু দাউদ, ৩ খ, পৃ. ৩৩৫

অবশ্যপন্ন মে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মার (রা.) কে দেখে জিজ্ঞেস করল, জ্ঞাপনি কি যবে করেন, জাযি আম্মার যাম্মের বদলা দিয়েছি? ইবন উম্মার (রা) বললেন; যাম্মের বদলা! এটা বো বীর এক 'জাহ' শব্দের বদলাও হয়নি।^১

একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ মালানাহ জানাহিহি ওয়া মালানেষ খেদমতের হাযির হয়ে অতিথোগ করল, হে জানাহর রাসুল! জাম্মার মা বদ-মেকাজী যানুস। একথা শুনে নবী মালানাহ জানাহিহি ওয়া মালানষ বললেনঃ 'যখন বোম্বাকে গাড়ে ধারণ করে একাধারে নমাম মীমাহীন কষ্ট মন্য করেছেন, বখনবো ভিতি খান্নাপ মেকাজের ছিলেন না? লোকটি বলল, জাযি মন্য বলছি, ভিতি বদ মেকাজী। নবী মালানাহ জানাহিহি ওয়া মালানষ বললেনঃ "বোম্মার খাভিরে ভিতি যখন রান্নের পর রান্ন জাগতেন, বোম্বাকে দুধ পান করাতেন, বখন বো ভিতি বদ মেকাজী ছিলেন না।" লোকটি বলল, জাযি আম্মার যাম্মের মে মব কাজের প্রতিদান দিয়ে ফেলছি। "নবী মালানাহ জানাহিহি ওয়া মালানষ বাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ভুযি কি মভিহি প্রতিদান দিয়ে ফেলোহে?" মে বলল. জাযি মাকে জাম্মার কাঁধে চড়িয়ে হজ্জ করিয়েছি। "নবী মালানাহ জানাহিহি ওয়া মালানষ বললেনঃ ভুযি কি বীর মেহি কষ্টের বদলা দিবে পারো, যা বোম্মার দুর্ষিষ্ট হজ্জার মন্য ভিতি মন্য করেছেন?"^২

অম্মানিষ মাভা-দিভার প্রতি আচরণ

মন্ডাবের ইমলাষ গ্রহণের পরও যদি মাভা-দিভা কুফর ও শিরকের পথকিলভায় নিমজ্জিত থাকে এবং বাকে কুফরীতে ফিরে জামবে বাধ্য করে, তবে কোনকমেই বাদের কথা মানা ও বাদের আনুগত্য করা যাবে না। কেননা জানাহর বাকরমানীমুলক কাজে কোন মানুষের আনুগত্য করা হালাল নয়। তবে অবশ্যই মাভা-দিভার মাথে মধ্যবহার ও মদাচরণ করে যেতে হবে।

এ মম্মার্ক জানাহ বাজালা বলেনঃ

وَأِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

মাভা-দিভা যদি আম্মার মাথে কাটিকে শরীক করার জন্য বোম্মার উপর চাপ প্রয়োগ করে- যে মম্মার্ক বোম্মার কোন জ্ঞান নেই- বাহলে অবশ্যই বাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ার জীবনে বাদের মাথে মদ্যবে মহঅবস্থান করবে। আর বাদের আনুগত্য করবে যান্না আম্মার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।^৩

মাভা-দিভা মন্ডাবকে কুফরী করার জন্য যব কঠিন চাপ প্রয়োগ করুক না কেন, বাদের কথা মানা ও বাদের আনুগত্য করা যাবে না। তবে বাদের মাথে অবশ্যই মধ্যবহার ও সুন্দর আচরণ করে যেতে হবে।

আনু বাকর (রা) এর কন্যা জামমা (রা) বলল, রাসুলুল্লাহ মালানাহ জানাহিহি ওয়া মালানেষ যুগে জাম্মার মা মুশরিক অবস্থায় জাম্মার নিকট

^১ নাদরাতুন নাদিম, ৩র্থ পৃ. ৭৭৮; আদাবুল মুফরাদ পৃ. ১০-১১;

^২ ইউসুফ ইসলাহী হুসনে মু'আশারাত, পৃ. ৪৯

^৩ সুরা লুকমানঃ ১৫

ଏମେছিলେ। ଆସି ৰାମୁলুলাহ মালালাহ আলাହିহি ଶ୍ଲା ମାଲାସେର ବିକଟ ଆରମ୍ଭ
କରଲାସ, ଆସାର ସା ଆସାର ବିକଟ ଏମେହେ, ଗିତି ইମଲାସ ଥେକେ ବିସ୍ତ୍ରୁ
ରହେ। ଆସି କି ବାଁର ମାଥେ ମଧ୍ୟବହର କରବ? ଗିତି ବଲେନ ଟା, ସାୟେର
ମାଥେ ମଧ୍ୟବହର କରା।^୧

ଆବୁ ହରାହିରା (ରା) ସୁମନସୀର ହଞ୍ଜାର ପରଠ ଦୀର୍ଘଦିନ ସାବର ବାଁର ସା ଶିଳକେ
ବିଷଞ୍ଜିବ ହିଲେ। ଗିତି ସାକେ ମର୍ବଦା ଶିଳକେର ପରିବାସ ମମ୍ପାକେ ମର୍ବକ କରାବେ
ଏବଂ ଇମଲାସ ଏହେର ଦାଞ୍ଜାର ଦିବେ। ଆର ବାଁର ସାଠ ମର୍ବଦା ଅସୀକୃଷ୍ଟି ଜାନାବେ
ଥାକବେ। ବା ମାବୁଠ ଆବୁ ହରାହିରା (ରା) ବାଁର ସାୟେର ହିଞ୍ଜବ- ମମ୍ପାନ, ଥେଦସବ ଓ
ଆବୁଶାବେ କୋତ ଏକାର କାଟି କରବେ।

ଆବୁ ହରାହିରା (ରା) ଥେକେ ବରିବ। ଗିତି ବଲେନ, ଆସାର ସା ସୁମନିକ ଥାକା
ଅବହାସ ଆସି ବାକେ ମର୍ବଦା ଇମଲାସ ଏହେ କରାର ଦାଞ୍ଜାର ଦିବାସ। ଏକଦିନ ଆସି
ବାକେ ଇମଲାସେର ଦାଞ୍ଜାର ଦିଲେ ଗିତି ৰାମୁଲୁଳାହ ମାଲାଲାହ ଆଲାହିହି ଶ୍ଲା
ମାଲାସ ମମ୍ପାକେ ଆସାକେ ଏସେ କିହୁ କଥା ଶୁଣାଲେ, ଆସାର ଅନ୍ତର ବେଦନାସ
ଫାଟାକାବୁ ହସ୍ତେ ଉଠେ। ଆସି କନ୍ଦରବ ଅବହାସ ৰାମୁଲୁଳାହ ମାଲାଲାହ ଆଲାହିହି
ଶ୍ଲା ମାଲାସେର ଥେଦସବେ ହାସିର ହସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରଲାସ, ହେ ଆଲାହର ৰାମୁଲ! ଆସି
ମବ ମସଲ ଆସାର ସାକେ ଇମଲାସେର ଦାଞ୍ଜାର ଦିବେ ଥାକି, ଗିତି ମବ ମସଲ ବା
ଅସୀକାର କରବେ ଥାକେ। ଆଜ୍ଞ ଆସି ବାକେ ଇମଲାସେର ଦାଞ୍ଜାର ଦିଲେ ଗିତି
ରାଗାବିବ ହସ୍ତେ ଆପନାର ସାତେ ବେସାଦବୀ କରେ ବମେନ ଏବଂ ଆପନାକେ ଶାଳସନ୍ଦ
କରବେ। ଆସି ବା ମଧ୍ୟ କରବେ ପାରିବି। ଆପତି ଆଲାହର ଦରବାର ଦୁଜା କରବେ,
ସେ ଗିତି ଆବୁ ହରାହିରାର ସାକେ ହେଦାସେବ ନମୀବ କରବେ। ৰାମୁଲୁଳାହ ମାଲାଲାହ
ଆଲାହିହି ଶ୍ଲା ମାଲାସ ଦୁଜା କରଲେନ ॥ ହେ ଆଲାହ! ଆପତି ଆବୁ ହରାହିରାର
ସାକେ ହେଦାସେବ କରବେ। ଆସି ବାଁ ମାଲାଲାହ ଆଲାହିହି ଶ୍ଲା ମାଲାସେର ଦୁଜାର
ମୁମତ୍ସବାଦ ବିଷେ ମେଥାନ ଥେକେ ବେରିସେ ପଢ଼ିଲାସ। ଆସି ବାଢ଼ି ମୋହେ ମେସି ସରର
ଦରଜା ବନ୍ଧ। ଗିତି ଆସାର ପାୟେର ଧନ୍ଦ ଶୁଣେ ଫେବର ଥେକେ ବଲେନ, ଆବୁ ହରାହିରା
ଆପେକ୍ଷା କର। ଆସି ପାତି ପଢ଼ାର ଧନ୍ଦ ଶୁଣେ ମେନାସ। ଆବୁ ହରାହିରା (ରା) ବଲେନ,
ଗିତି ବାଢ଼ାବାଢ଼ି ଗୋମଲ ମେସ କରେ ମୋପାଟା ପରିସାଧନ କରେ ଫିଟା ମରା ହାଢ଼ାହି
ଦରଜା ଖୁଲେ ଦିଲେ। ଅବଃପର ବଲେନ; ଆବୁ ହରାହିରା! ଆସି ମାକ୍ସା ଦିହି,
ଆଲାହ ହାଢ଼ା କୋତ ହିଲାହ ତେହି ଏବଂ ଏବଂ ଆରୋ ମାକ୍ସା ଦିହି ସେ, ସୁହାମ୍ମଦ ମାଲ-
ଲାହ ଆଲାହିହି ଶ୍ଲା ମାଲାସ ଆଲାହର ବାନ୍ଦା ଓ ବାଁର ৰାମୁଲ। ଆସି ଆନାନ୍ଦେ
କନ୍ଦରବ ଅବହାସ ৰାମୁଲୁଳାହ ମାଲାଲାହ ଆଲାହିହି ଶ୍ଲା ମାଲାସେର ଥେଦସବେ
ହାସିର ହସ୍ତେ ବଲଲାସ, ହେ ଆଲାହର ৰାମୁଲ! ଆସି ଆପନାକେ ମୁମତ୍ସବାଦ ଶୁଣାବେ
ଏମେହି। ଆଲାହ ବାଆନା ଆପନାର ଦୁଜା କରୁଲ କରବେ। ଗିତି ଆବୁ ହରାହିରାର
ସାକେ ହେଦାସେବ ନମୀବ କରବେ। ଏକଥା ଶୁଣେ ଗିତି ଖୁସି ହଲେ ଏବଂ ଆଲାହର
ଏସତ୍ତା ଓ ଶୁବଗୀତ କରଲେନ ଏବଂ ଆସାକେ ନମିହେବ କରଲେନ।

^୧ ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ, ୨୪, ପୃ. ୮୮୪; ସହିହ ମୁସଲିମ, କିତାବୁସ ଯାକାତ ୨୪, ପୃ. ୬୯୬;

এরপর আশি আরম্ভ করলো, ইয়া রামুল্লাহ! আপনি দুজা করুন যেহে
জালাহ আশাকে এবং আশার থাকে সকল মুমিনের দ্বিত্ব বাবিলে দেব।
রামুল্লাহ জালাহ জালাহিহি ওয়া মালাহ দুজা করলেন ঃ ইয়া জালাহ! আবু
হুরাইরা ও বার শায়ের প্রতি ঢালবামা সকল মুমিনের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন
এবং তাদের উচ্চের অন্তরে সকল মুমলসাতের প্রতি ঢালোবামা সৃষ্টি করে
দিন। ৭ দুজার পর যে মুমলসাতই আশাকে দেখেছে অথবা আশার কথা শুনেছে
সেই আশাকে ঢালোবেসেহে।^১

দুখ বাগ্নের প্রতি মন্যাব প্রদর্শন

আবু বুরায়হ (রা) বলেন, আশি দেখলাম, নবী মালাহ জালাহিহি ওয়া
মালাহ জিন্ন'রাতা নামক স্থানে গোধ বর্জন করছিলেন। যেহে মময় একজন
মহিলা এমে মন্যামরি নবী মালাহ জালাহিহি ওয়া মালাহের বিকটি চলে
গেলেন। তিনি তাঁর জন্য বিজের চাদর বিহিয়ে দিলেন। অন্তঃপর উদ্ভ মহিলাটি
বার ওপর আমন গ্রহণ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন)

আশি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম, ইতি কে? বার বলেন, ইতি হুহু
রামুল্লাহ জালাহ জালাহিহি ওয়া মালাহের দুখ মা- হালীমা মাদিয়া (রা)।
তিনি তাঁকে দুখ পান করিয়েছিলেন।^২

পিভার আবুগব্য

আবুলাহ ইবন উমার (রা) বলেন, আশার বিবাহ বন্ধে যেহে একজন মহিলা
হিল থাকে আশি ঢালবামবাহ। অথচ আশার পিভা উমার (রা) থাকে অপহন
করতেন। একদিন তিনি আশাকে বললেন, ব্রুশি থাকে হালাক দাও। আশি
হালাক দিবে অস্বীকার করলে উমার (রা) রামুল্লাহ জালাহ জালাহিহি ওয়া
মালাহকে বিশ্বাসি অবহিহ করলেন। রামুল্লাহ জালাহ জালাহিহি ওয়া
মালাহ আশাকে বললেন ঃ থাকে হালাক দাও এবং হোমার পিভার আবুগব্য
করো। আশি থাকে হালাক দিলাম।^৩

এক ব্যক্তি আবুদ দারদা (রা)-এর বিকটি এমে বলল, আশার পিভা আশাকে
জানেক পিভাদীটি করে বিয়ে দিয়েছেন। যেহে তিনি আশাকে নির্দেশ দিচ্ছেন,
আশার মে স্বীকে হালাক দেয়ার জন্য। আবুদ দারদা (রা) বলেন, আশি
হোমাকে একথা বলবে পানবো না যে, ব্রুশি হোমার মাভা-পিভার নাকরমাতী
করো এবং ৭ কথাও বলব না যে, ব্রুশি হোমার স্বীকে হালাক দাও। তবে ব্রুশি
চাইলে আশি হোমাকে একটি হাদীম স্তন্য বা আশি রামুল্লাহ জালাহ জালাহিহি ওয়া
মালাহের কাহ থেকে স্তন্যহি। আশি থাকে বলবে স্তন্যহি, পিভা

^১ সহিহ মুসলিম, ফাযায়িল অধ্যায়, অনুঃ আবু হুরাইরা (রা)- এর ফযিলত। হাদিস নং ২৪৯১

^২ আবু দাউদ, ৪ খ, পৃ. ৩৩৫

^৩ আবু দাউদ আদব, অনুঃ বিররুল ওয়ালিখাইন, ৪খ, পৃ. ৩৩৫; আল মুস্তাদ্রাক, কিতাবুল বির
ওয়াস সিল্লা, খ, পৃ. ১৫২

জান্নাভের স্রষ্টা দরজা, ভূমি যদি নাও বাহলে ৭ দরজাটি বিজের জন্য মুন্নস্কিভ কর। জান্ন যদি নাও , বাহলে ৭টাকে ডেজে ফেলবে পান্নো ।^১

সাত-দিবার মাথে মধ্যবহারের প্রতিবাদ

জানাম (নান্না) থেকে বর্বিভ, নান্নুল্লাহ মালালাহ জান্নাহিহি ওয়া মালাশ বলেহেন ৷ যে ব্যক্তি বিজের হায়াত ও জীবিকার প্রশস্ততা কামনা করে, সে যেত সাতা-দিবার মাথে মধ্যবহার করে ৭৭ আওয়ীয়াবান বরুন জুটি ন্নাথে ।^২

মুয়ায ইবন জানাম (নান্না) থেকে বর্বিভ, নান্নুল্লাহ মালালাহ জান্নাহিহি ওয়া মালাশ বলেহেন ৷ যে ব্যক্তি সাতা-দিবার মাথে মধ্যবহার করে, তার জন্য মুসশ্বাদ হলো, আলাহ বাজালা তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেবেন ।^৩

ওয়ালিব ইবন মুনিয়া (নান্না) বলেন ৷ সাতা-দিবার মাথে মধ্যবহার সম্বাদে হায়াত বৃদ্ধি করে দেয় ।^৪

মাওযান (নান্না) থেকে বর্বিভ, নান্নুল্লাহ মালালাহ জান্নাহিহি ওয়া মালাশ বলেহেন ৷ দুজা ব্যতীত কোন কিছুই বাকদিরকে ফিরাতে পারে না । তেক জামল ব্যতীত কোন কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না । জান্ন ব্যক্তির কৃত ধন্য-ই বাকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে ।^৫

ইবন টমার (নান্না) থেকে বর্বিভ, নান্নুল্লাহ মালালাহ জান্নাহিহি ওয়া মালাশ বলেহেন ৷ বোশরা বোশাদে দিবায়ে (দিবা ও দাদার) মাথে মধ্যবহার ও সমাদরন করে, বাহলে বোশাদে সম্বাদনোও বোশাদে মাথে সমাদরন করবে । বোশরা সম্মরিত্বান হও, বোশাদে নারীনাও সম্মরিত্বান হবে ।^৬

জান্ন হুনাইরা (নান্না) থেকে বর্বিভ, নান্নুল্লাহ মালালাহ জান্নাহিহি ওয়া মালাশ বলেহেন ৷ বোশরা পরনারীর প্রতি ক্ষুদ্রি দেয়া থেকে বিজেদেরকে পবিত্র রাখ ৭৭ সম্মরিত্বান হও, বোশাদে নারীনাও সম্মরিত্বান ও পবিত্র হবে । বোশাদে বাপদাদাদের মাথে মধ্যবহার করো, বোশাদে সম্বাদনোও বোশাদে মাথে মধ্যবহার করবে... ।^৭

ইবন টমার (নান্না) থেকে বর্বিভ, নান্নুল্লাহ মালালাহ জান্নাহিহি ওয়া মালাশ বলেহেন ৷ বিন ব্যক্তি চলার পাথে বৃষ্টি কবলে পাড়ে পর্বত গুহায় জাপ্রয় নেয় । ৭৭ মসয় ৭কথানা একান্ত পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে গুহায় মুখে ৭ম পাড়ে । ফলে গুহার মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় । বখত তারা থেকে জপন্নকে বলল, বোশরা বিজেদের ৭৭ কোন তেক জামলের কথা শ্রবণ করো যা ৭কশাভ

^১ আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩খ, পৃ. ৩১৬-৩১৭ ; ফতহুর রব্বানী; ১৯খ, পৃ. ৩৮

^২ ফতহুর রব্বানী ১৯ খ, পৃ. ৩৫, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩য় খ, পৃ. ৩১৭

^৩ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩ খ, পৃ. ৩১৭; আল মুশ্বাদ্দরাক ৪খ , পৃ. ১৫৪

^৪ আদ দুরুল মানসুর, ৫খ, পৃ. ২৬৭;

^৫ ইবন মাজাহ, পৃ. ১০ আরো দ্রঃ মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী;

^৬ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩ খ, পৃ. ৩১৮;

^৭ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩ খ, পৃ. ৩১৭;

জালাহর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে । জার্ন মেই তেক আশলের জামীনা করে জালাহর বিকটি দুজা করো। আশা করা যায়, এর বদৌলতে ভিত্তি বিপদ দূর করে দেবে। অতঃপর তাদের একজন বলল, হে জালাহ ! আমার অভিযন্তা বুদ্ধ মাঝা-দিবা হিলেন এবং হোটি হোটি কয়েকটি বাচ্চাও ছিল । আমি তাদের জন্য শেষ ও দুধা চরাভাষ এবং আমার মময় তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনভাষ। আমার সম্ভাবনের দুধ পান করানোর আগেই আমার মাঝ-দিবাকে দুধ পান করভাষ। ঘটনাক্ষেপে একদিন চারন বৃক্ষ আমাকে দূরে নিয়ে যায়। ফলে যার কিন্নবে আমার সম্ভা হয়ে গেল। আমি এমে তাদেরকে (মাঝা-দিবাকে) মুম্বজ অবস্থায় পেলাম। প্রতিদিনের ব্যায় আজও দুধ দোহন করে দুধের পাণ নিয়ে তাঁদের কাছে আমলাষ এবং পাণ হাতে নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁদের মুখ থেকে ঢাকা এবং তাঁদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানো আমি ঢালো মনে করলাম না। অতঃপর আমার বাচ্চাগুলো (স্বপ্নের যাত্রায়) আমার পায়ে পড়ে কাঁদছিল। আমার ও তাদের ৭ অবস্থা সকাল পর্যন্ত বিদ্যমান রইল। (অবশেষে আমার মাঝা-দিবা মুখ থেকে জাগার পর প্রথমে তাঁদেরকেই দুধ পান করলাম) ইয়া জালাহ! ভুলি যদি জান যে, আমি ৭ কাজটি একসাথে আমার সম্ভুটির জন্য করেছিলাম, তাহলে এর জামীনায় আমাদের জন্য (গুহর মুখ থেকে) পাথরটি খবুটুকু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন জালাহ বাজানা পাথরটি খবুটুকু পরিধান সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পাইলো -।

মাঝা-দিবার ইতিকালের পর সম্ভাবের করণীয়

আনু টমাহি (না) থেকে বর্ণিত। ভিত্তি বলেন, একবার আমরা রামুল্লাহ মালালাহ জালাহি গিয়া মালালের কাছে বসে হিলাম। এমন সময় মালালা গোলের এক ব্যক্তি এমে বলল, হে জালাহর রামুল! মাঝা-দিবার ইতিকালের পর তাঁদের সাথে আমার মধ্যবহার করার কিছু অবশিষ্ট আছে কি? ভিত্তি বললেন হাঁ, আছে। (চলটি কাজের মাধ্যমে তাঁদের সাথে মধ্যবহার অব্যাহত রাখতে পার) তাঁদের জন্য দুজা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাঁদের সূর্যের পর তাঁদের কুব গুয়াদা সমুহ পূর্ব করা। তাঁদের সাথে যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাঁদের সাথে মধ্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা। তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

মাঝা-দিবার জন্য দুজা করা

আনু হুলাইনা (না) থেকে বর্ণিত, রামুল্লাহ মালালাহ জালাহি গিয়া মালাল বলেছেনঃ জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে । সে বলবে, এটি

^১ সহিহ আল বুখারী, ২খ, পৃ.৮৮৩ সহিহ মুসলিম, যিকির ওয়াদ দুয়া, অনুঃ ২৭, তিন গুহাবাসির ঘটনা; ৪খ, পৃ. ২৭৪৩

^২ আবু দাউদ, আদব, অনুঃ মাতা-পিতার সাথে মধ্যবহার, ৪ খ, পৃ. ৩৩২ নং ৫১৪২ ; ইবন মাজাহ, আদব, পৃ. ২৩০ আল মুশ্জাদরাক, বির ওয়াস সিল্লা, ৪ খ, পৃ. ১৫৪,

স্বর্গাদা বৃদ্ধি কিভাবে হলো? বলা হবে ভোষার জন্য ভোষার সম্ভাবনের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে।^১

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রামুল্লাহ মালাহ আলহিহি ওয়া মালাশ বলেছেনঃ মানুষ যারা যাওয়ার পর তার সমস্ত বৈক আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি বৈক আমল যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকে। এক মদকালে জারিয়া।^২ দুই তাঁর রেখে যাওয়া জাত ডাক্তার যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। তিন তার মৎ সম্ভাবন যারা তার জন্য দুজা করতে থাকে।^৩

আবাম (রা) বলেন, রামুল্লাহ মালাহ আলহিহি ওয়া মালাশ বলেছেনঃ কারো মাঝা-পিঠা টেঁচে অথবা একজন ষষভাবস্থায় ইত্তিকাল করল যে, সে তাঁদের অব্যাহত ছিল। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর সে তাঁদের জন্য সর্বদা দুজা ও ইত্তি গফার করতে থাকে এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে আলাহ বাজানা থাকে বৈককার লোকদের মধ্যে শামিল করে নেব।^৪

মাঝা-পিঠার ঋণ পরিশোধ করা

নুসাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রামুল্লাহ মালাহ আলহিহি ওয়া মালাশের দরবারে বসে ছিলাম। তখন একজন মহিলা তাঁর খেদমতে আমে আরম্ভ করল, আমি আমার মাকে একটি দামী দান করেছি। ইতিমধ্যে তিনি ইত্তি কাল করেছেন। রামুল্লাহ মালাহ আলহিহি ওয়া মালাশ বললেনঃ দামী দান করার প্রতিদান তুমি অবশ্যই পাবে এবং মীরাম হিমেবে দামীটিও তুমি ফেরত পাবে। মহিলাটি আরম্ভ করল, হে আলাহর রামুল! এক সামের রোযা তাঁর অনুদায় রয়েছে যেহে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সে রোযা কাযা আদায় করবো? তিনি বললেনঃ তুমি তাঁর কাযা রোযা আদায় করো। সে বলল, আমার মা কখনও হজ করেননি, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করবো? তিনি বললেনঃ তুমি তার পক্ষ থেকে হজ করো।^৫

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী মালাহ আলহিহি ওয়া মালাশের দরবারে আমে আরম্ভ করল, হে আলাহর রামুল! আমার মা এক সামের রোযা অনুদায় রেখে যান। আমি কি তাঁর রোযাগুলো পালন করব? তিনি বললেনঃ ভোষার মায়ের যদি কোন ঋণ থাকতো, তুমি কি তা পরিশোধ করতে না? লোকটি বলল, হ্যাঁ, পরিশোধ করব। রামুল্লাহ মালাহ আলহিহি ওয়া মালাশ বললেনঃ আলাহর ঋণ সর্বাত্ম পরিশোধযোগ্য।^৬

^১ ইবন মাজাহ, আদব অধ্যায়, অনুঃ, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার;

^২ মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি।

^৩ সহিহ মুসলিম, আল ওসিয়াহ, অনুঃ মৃত্যুর পর মানুষের যে সেওয়াব যোগ হয়, ৩খ, পৃ. ১২৫৫ নং ১৬৩১

^৪ ৬২ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আত তিবরীযী; মিশকাতুল মাসাবীহ, আদব, অনুঃ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার, পৃ. ৪২১; (বায়হাকী) বরাত;

^৫ সহিহ মুসলিম, সিয়াম, অনুঃ মৃত ব্যক্তির কাযা রোযা আদায় করা, ২খ, পৃ. ৮০৫, নং ১১৪৯

^৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৪, নং ১১৪৮

ষাৰা-পিভাৰ গ্লোদা ও অমিশ্ৰাৰ পূৰ্ব কৰা

আম্মুলাহ (স্তা) বৰ্ণনা কৰে। আম্মুজাদ ইবন টোদা (স্তা) স্তাম্মুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি গ্লো মালাশেৰ বিকট আৱশ্য কৰে, ইয়া স্তাম্মুলাহ! আম্মাৰ মা যাবৰ কৰেহিলেন, কিন্তু বা আম্মা কৰাৰ পূৰ্বেই ইতি ইষ্টিকাল কৰেহেন। স্তাম্মুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি গ্লো মালাশ বুলেহেনঃ ব্ৰুশি ভাৱ পক্ষ থেকে যাবৰ পূৰো কৰে দাও।^১

আম্মুলাহ ইবন আম্মাম (স্তা) বৰ্ণনা কৰে। এক ব্যক্তি স্তাম্মুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি গ্লো মালাশেৰ বিকট আৱশ্য কৰে, হে জালাহেৰ স্তাম্মুল! আম্মাৰ মা ইষ্টিকাল কৰেহেন, ইতি কোন অমিশ্ৰাৰ কৰে যাবতি। আম্মি যদি বাঁৱ পক্ষ থেকে মাদকাহ কৰি বাহলে কি বাঁৱ কোন উপকাৰে আম্মবে? ইতি বুলেহেনঃ হ্যা, উপকাৰে আম্মবে...।^২

ষাৰা-পিভাৰ বন্ধু-বান্ধবদেৰ মাথে মণ্ডবহাৰ

আম্মুলাহ ইবন টোৱ (স্তা) থেকে বৰ্ণিৰ, স্তাম্মুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি গ্লো মালাশ বুলেহেনঃ ভোষাৰ পিভাৰ বন্ধুদেৰ ব্যাপাৰে যব্ববান হও। বাদেৰ মাথে সম্মৰ্ক হিৱ কৰো না, (যদি হিৱ কৰ) বাহলে জালাহ বাজালা ভোষাৰ নুৱ বিলুপ্ত কৰে দেবেন।^৩

আম্মুলাহ ইবন টোৱ(স্তা) থেকে বৰ্ণিৰ। ইতি বুলেহেন, স্তাম্মুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি গ্লো মালাশ বুলেহেনঃ কোন ব্যক্তিৰ মৰ্বাপেক্ষা বড় মৎকাছ হছে, পিভাৰ বন্ধুদেৰ মাথে মুসম্মৰ্ক বজায় রাখা।^৪

আম্মুলাহ ইবন টোৱ (স্তা) থেকে বৰ্ণিৰ। ইতি বুলেহেন এক আৱশ্য বেদুইন বাঁৱ মাথে মক্কান পাথে মিলিৰ হলো। আম্মুলাহ (স্তা) বাকে মালাশ দিলেহেন যব্ব বাৱ মাগ্গাৱী গাধাৰ উপৰ বাকে বুলেহেন। ইতি বিজ্ঞেৰ মাথান পাগ্গীও বাকে দিলেহেন। (বাৱ এক মফন্নমজ্জী) ইবন দীনান বুলেহেন, আম্মা বাকে আম্মুল-হকে) বললাশ, জালাহ বাজালা আপনাকে কল্যাণ দান কৰ্হন। বাৱা বো গ্রামবাসী। বাৱা অৱ কিছু পোলেই বাবে মজ্জুৰ হয়। (দুদিন্নহাশ দিলেহেন বো যথেষ্ট হভো) আম্মুলাহ ইবন টোৱ (স্তা) বুলেহেন, এ লোকটিৰ পিভা টোৱ ইবনুল খাভাব (স্তা) থৰ বন্ধু হিলেহেন। আম্মি স্তাম্মুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি গ্লো মালাশকে বলবে অনেহি, কোন ব্যক্তিৰ মৰ্বাপেক্ষা মৎকাছ হছে পিভাৰ বন্ধুদেৰ মাথে বাৱ মুসম্মৰ্ক বজায় রাখা।^৫

^১ সহিহ আল বুখাৰী; কিতাবুল হিয়াল, অনুঃ যাকাত. সম্মৰ্কে, নং ৬৯৯; আরো দঃ আবু দাউদ, মুয়াত্তা, নাসাঈ

^২ আবু দাউদ, কিতাব আল-অসায়া; অনুঃ যে অসিয়াত না করে মৃত্যু বরণ করল, তার পক্ষ থেকে দান করা, ৩খ, পৃ. ১১৮

^৩ নাদরাতুন নাদিম, ৩ খ পৃ. ৭৭৫ হাইসামী আল মাজমা; ৮খ, পৃ. ১৪৭ বরাতে;

^৪ সহিহ মুসলিম, বিৱ ওয়াস সিল্লা, অনুঃ মাতা-পিতাৰ বন্ধু বান্ধবদেৰ সাথে সদাচৰণ কৰাৰ ফযিলত ৪খ, পৃ. ১৯৭৯, নং ১২, আরো দঃ তিৱিমীযী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ

^৫ নাদরাতুন নাদিম ৩খ, পৃ. ৭৭৪

আবু দারদা (রা) বলেন, আমি যদিনাশ আমলে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) আমায় বিকট উপস্থিতি হয়ে বলতে লাগলেন, আবু দারদা। (আমায় বিকট কেন এমেলি বা কি ভূমি জ্ঞান?)

আবু দারদা (রা) বলেন, আমি তো বা জ্ঞানি না। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রামুল্লাহ মালানাহ আল্লাহি ওয়া মালানাহে বলতে শুনছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিতি বিজ্ঞের পিবার মাথে মুন্দর আচরণ করবে চায়, তার উদ্ভি, পিবার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মাথে মুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বলেন, হাই! আমায় পিবা উমার (রা)-এর মাথে আপনার পিবার স্বাক্ষর ও বন্ধুবর্ধ সম্পর্ক হিল। আমি মেই বন্ধুবর্ধ প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তার হক আদায় করতে চাই।

সাবা-পিবার আত্মীয়-বন্ধবর্ধের মাথে সদাচরণ করা

আবু হুরাইরা(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামুল্লাহ মালানাহ আল্লাহি ওয়া মালানাহ বলেছেনঃ আল্লাহ বাজালা মস্ত্র সাখলুক সৃষ্টি করে যখন অবসর হলেন, তখন রোহেম (আত্মীয়তা) টেট দাঁড়িয়ে রাস্থানুর রাহীমের কোষে ধরল। আল্লাহ বলেনঃ থাম! (ভূমি কি চাও) রোহেম আরম্ভ করল, এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হিলকারী থেকে আমায় বিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার স্থান। আল্লাহ বাজালা বলেনঃ ভূমি কি খতে মস্ত্র সৃষ্টি নও, যে ব্যক্তি আমায় মাথে সম্পর্ক বহাল রাখবে, আমিও তার মাথে সম্পর্ক বহাল রাখবো। আর যে ব্যক্তি আমায় মাথে সম্পর্ক হিল করবে, আমিও তার মাথে সম্পর্ক হিল করবো। রোহেম বলল, হ্যাঁ আমি রাখি আহি, হে আমায় প্রতিপালক! আল্লাহ বলেনঃ টিক আহে আমায় মাথে আমায় এ অলীকার থাকল।

আবু হুরাইরা(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামুল্লাহ মালানাহ আল্লাহি ওয়া মালানাহ বলেছেনঃ “রোহেম” শব্দটি রহমান থেকে উদ্ভূত। হাই আল্লাহ বাজালা বলেনঃ যে ব্যক্তি আমায় মাথে সুম্পর্ক বজায় রাখবে, আমিও তার মাথে সুম্পর্ক বজায় রাখবো। আর যে ব্যক্তি আমাকে হিল করবে, আমিও তাকে হিল করবো।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামুল্লাহ মালানাহ আল্লাহি ওয়া মালানাহ বলেছেনঃ “রোহেম আল্লাহর আরশের মাথে সুলভ রয়েছে। সে বলে যে আমায় মাথে সম্পর্ক তুটুটি রাখবে, আল্লাহও তার মাথে সম্পর্ক তুটুটি রাখবেন। আর যে আমাকে হিল করবে, আল্লাহও তাকে হিল করবেন।

^১ আলাউদ্দীন আলী ইবন বালবান, আল-ইহসান বা- তরতিবে সহিহ ইন হাব্বান, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১ম সং, ১৮০৭ হি . ১৯৮৭ সন, ১খ.পৃ. ৩২৯

^২ সহিহ আল বুখারী, আদব, অনুঃ ১৩, যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্যবহার করে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন, নং ৫৯৮৭; সহিহ মুসলিম, বির ওয়াস সিল্লা , অনুঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, নং ২৫৫৪

^৩ সহিহ আল বুখারী প্রাগুক্ত

^৪ সহিহ মুসলিম প্রাগুক্ত

৪ সহিহ আল বুখারী, আদব, অনুঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফযীলাত, নং ৫৯৮৪ সহিহ

জুবায়ের ইবন মুবায়্যিয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালায বলেছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।^১

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালায বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে শুধু বিনিময় স্বরূপ বা রক্ষা করে। বরং সে ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যার মাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্ন করার পর সে তা পুনঃস্থাপন করে।^২

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার খসন কিছু আত্মীয় স্বজন রয়েছে, আমি তাদের মাথে মদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার মাথে সম্পর্ক হিন্ন করে। আমি তাদের মাথে মদ্যবহন করি, কিন্তু তারা আমার মাথে দূর্ব্যবহার করে। আমি তাদের মাথে ধৈর্যধারণ করি, কিন্তু তারা আমার মাথে মুখোস্ত প্রদর্শন করে। জবাবে তিনি বলেনঃ তুমি যেভাবে বললে, যদি তুমি আচরণই করে থাকো, তবে তুমি যেত তাদের মুখের উপর গরম হাঠি নিক্ষেপ করছো। তুমি স্বরক্ষণ ও নীতির উপর বহাল থাকবে, বরক্ষণ জালাহ বাজালার পক্ষ থেকে তোমার মাথে একজন মাহায্যকারী থাকবেন যিনি তাদের ক্ষত্রিকে প্রতিরোধ করবেন।^৩

আনাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালায বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শীঘ্র জীবিকা বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয় স্বজনের উত্তম ব্যবহার করে।^৪

আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি ওয়া মালাযকে বলতে শ্রুতস্থি জালাহ বাবারকা ওয়া বাজালা বলেনঃ আমি জালাহ আমি রহমান। রহম (আত্মীয়তা)কে আমিই সৃষ্টি করেছি। আর রহম শব্দটি আমি আমার (রহমান) নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। মুবররাঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে মথযোজিত করবে, আমি তাকে (আমার রহমতের মাথে) মথযোজিত করবো। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে হিন্ন করবে; আমিও তাকে হিন্ন করে দেবো।^৫

^১৫ সহিহ আল বুখারী, আদব, অনুঃ প্রতিদানে আত্মীয়তার হক আদায় হয় না, নং ৫৯১১

^৩১ সহিহ মুসলিম প্রাগুক্ত ২৫৫৮;

^২ সহিহ আল বুখারী, আদব, আত্মীয়ের সাথে সদ্যবহারে রিয়ক বৃদ্ধি পায়, নং ৫৯৮৫-৬, সহিহ মুসলিম প্রাগুক্ত

^৫১ আবু দাউদ, যাকাত, অনুঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, নং ১৬৯৪

আব্দুল্লাহ ইবন আউফ (রা) বলেন, জাযি রামুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি ওয়া মালাশ বলেছে।^{১৬} মে মস্‌দাদায়ের প্রতি জালাহর রহস্য বর্ণন হয় না, যাদের সাথে আব্দীয়াতের মস্‌দাদ হিন্দকারী বিদ্যমান রয়েছে।^{১৭}

আবু বাকর (রা) বলেন, রামুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি ওয়া মালাশ বলেছেন।^{১৮} বিদ্রোহ করা ও আব্দীয়াতের বন্ধন হিন্দ করা অপেক্ষা কোন পাপই খুব জঘন্য নয় যে, ও পাপকারীকে জালাহ বাজালা শীঘ্রই ও প্রতিবীড়ে শাস্তি প্রদান করেন এবং পরকালেও তার জন্য বা ক্ষমা করে রাখেন।^{১৯}

ব্যখ্যাঃ বিদ্রোহ ও আব্দীয়াতের বন্ধন হিন্দ করার পাপ খুবই জঘন্য যে, দুনিয়াতে শীঘ্রই ও পাপের শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু দুনিয়াতে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমেই ও পাপ মোচন হবে না। বরং পরকালেও এর জন্য তাকে শাস্তি দেয়া করা হবে।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রামুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি ওয়া মালাশ বলেছেন।^{২০} ভোষরা ভোষাদের বংশসমূহের ও পরিমাণ পরিচয় অর্জন করে, যাতে ভোষরা নিজেদের আব্দীয়াতের হক আদায় করতে পার। কেননা আব্দীয়াতের রক্ষা করার মাধ্যমে আপনজনদের মাধ্যমে মস্‌দাদি অর্জিত হয়, ধন- মস্‌দাদ ও হায়াত বৃদ্ধি পায়।^{২১}

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবি মালালাহ জালাহিহি ওয়া মালাশের খেদমতে গিয়ে আত্মত্যাগ করল, হে জালাহর রামুল! জাযি একটি জঘন্য পাপ করেছে। জাযার

ভগ্নার কোন ব্যবস্থা আছে কি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। ভোষার যা জীবিত আছে কি? মে বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ভোষার কোন খালা জীবিত আছে কি? মে বলল, হ্যাঁ। তখন নবি মালালাহ জালাহিহি ওয়া মালাশ বললেন।^{২২} যাও, তাঁর খেদমত করো।^{২৩}

ব্যখ্যাঃ ভগ্না হাফা করীরা গুনাহ মাফ হয় না। জার সায়ের অববর্তমানে খালার সাথে মদাদদান করা ভগ্না করুল ইজ্জার জন্য মহায়ক। তাই নবি মালালাহ জালাহিহি ওয়া মালাশ খালার খেদমত করার আদেশ করেছেন।

মাগ্বীদ ইবনে আম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রামুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি ওয়া মালাশ বলেছেন।^{২৪} দিবার অধিকার যেমন মস্তাবনের উপর রয়েছে, তেমনই হোচি টাইয়ের ওপরও বড় টাইয়ের অধিকার রয়েছে।^{২৫}

যাযা-দিবার মাঝে মধ্যবর্তনের উপকারিতা

^{১৬} মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, (বায়হাকী বরাত)

^{২০} আবু দাউদ, আদব, অনুঃ বিদ্রোহ করা নিষিদ্ধ; আরো দ্রঃ তিরমিযী, ইবন মাজাহ

^{২৪} তিরমিযী, বির ওয়াস সিল্লা, অনুঃ বংশ পরিচয় জানা;

^{২১} তিরমিযী, বির ওয়াস সিল্লা, অনুঃ খালার সাথে সৎ ব্যবহার করা; আল মুস্‌তদরাক, বির ওয়াস সিল্লা

^{২২} . তিরমিযী, প্রাগুক্ত, আল মুস্‌তদরাক, প্রাগুক্ত,

* মাঝা-দিভা জালাহ ন শ্বেচ্ছ নেজাশব। মস্তাবের জব্ব ও বাদের লালব-
পালবে জালাহর পরেই মাঝা-দিভার অবদান সবচাইতে বেশী। মাঝা-দিভার
অবদান ও ইহমাতের কৃবজ্জবা জানালে জালাহর ইহমাতের কৃবজ্জবা জানাতো
হয়। বাদের অকৃবজ্জবা জালাহর অকৃবজ্জবারই শাখিল।

* মাঝা-দিভার সাথে মধ্যবহার করলে খ্রীমান পরিশূন হয় এবং ইমলাশী জীবন
মাঝা সুন্দর হয়।

* মাঝা-দিভার আনুগত্য করা উত্তম ইবাদত ও শ্বেচ্ছ আনুগত্য।

* মাঝা-দিভার সম্মুখি জালাহের দাবিকাটি। মাঝা-দিভার সাথে মধ্যবহার
জালাহের পাথে খাবিত করে। যাকে জালাহ মাঝা-দিভার মেবা-যব্ব ও খেদমত
করার মৌডাগ্য দান করেছেন, প্রকৃবপক্ষে তাকে খিতি জালাহের পাথে চলারই
মুখোশ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি ৭ মৌডাগ্য অর্জন করেছে, জালাহ তাকে
জালাহে প্রবেশ করাবে।

* মাঝা-দিভার সাথে মধ্যবহার করলে, বাদের মেবা-যব্ব ও খেদমত করলে
হায়াত বৃদ্ধি পাবে।

* মাঝা-দিভার সাথে মধ্যবহার করলে পরকালে সর্খাদা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের
কাহে মে প্রসংগিত হবে।

যে ব্যক্তি মাঝা-দিভার সাথে মধ্যবহার করে, তার সম্মানরাও তার সাথে
মধ্যবহার করবে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাকে সর্খাদা প্রদান
করবে। মাঝা-দিভার সাথে ঢালো আচরণ করলে জালাহ তার সম্মানদেরকেও
মেই শিক্ষাই দেবেন।

* মাঝা-দিভার সাথে মধ্যবহার করলে এবং বাদের মেবা-যব্ব করলে বিপদ
মুমিবত দূর হয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়।

* যে ব্যক্তি মাঝা-দিভার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করবে, তার বুর বিলুপ্ত করা
হবে না।

* মাঝা-দিভার সম্মুখি জালাহর সম্মুখি। মাঝা-দিভাকে সম্মুখি করার কাজ
করতে থাকলে জালাহর সম্মুখি লাভ করা যায়।

* জালাহর ঘর বাওয়াফ করা, হজ ও উমরা পালন করা ইমলাশের গুরুত্বপূর্ণ
ইবাদত। যে ব্যক্তি মাঝা-দিভার সাথে মধ্যবহার করে, বাদের অধিকার আদায়
করে এবং বাদের মেবা যব্ব করে, জালাহ তাকে কবুল হজ ও উমরার সম্মান
মাওয়াব দান করেন।

* মাঝা-দিভার খেদমত ও মেবা-যব্ব করা জিহাদের সমস্তুল্য ইবাদত। ক্ষেত্র
বিশেষে তার চাইতেও বড়। মাঝা-দিভার খেদমতে নিয়োজিত থাকলে ধীন
প্রতিষ্ঠাকারী মুজাহিদগণের মধ্যে গণ্য হওয়া যাবে এবং জিহাদের সম্মদানে অংশ
গ্রহণকারীদের সমস্তুল্য সর্খাদার অধিকারী হওয়া যাবে।^১

^১ নাদরাতুন নাঈম, ৩ খ, পৃ. ৭৭৯ ; হুসনে মুয়াশারাহ, পৃ. ৭৭-৭৮ ।

বিবীকৃত অধ্যায়

যাযা-দিভার বাক্তবাবী

আলাহ বলেন ঃ

وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌ وَلَا
تَنْهَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ 23 ۝ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝
24 ۝

“বোমার পালনকর্ভা আদেশ করেহেন, বোমরা বাঁদের হাড়া অন্য কারো ইবাদত
করবে না ঐবৎ যাযা-দিভার মাথে সধ্যবহার করবে। বাঁদের মাথে কেউ অথবা
উচ্চে যদি বোমার জীবদ্দশায় বার্থক্যে উপনীত হয়, তবে বাঁদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও
বলবে না ঐবৎ বাঁদেরকে উর্দমনা করবে না। বরং বাঁদের মাথে সম্মান ও
শিষ্টাচারপূর্ব কথা বলবে ঐবৎ বিনয় ও তস্ত্রামহকারে বাঁদের মাশনে নত হয়ে
থাকবে। আর ঐ দুজ্ঞা করবে থাকবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! বাঁদের উচায়েন
প্রতি রক্ষ করো, যেমন বাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেহেন।”^১

ব্যাখ্যা ঃ যাযা-দিভার সেবা-যত্ন অনুসৃত্য করা ঐবৎ সব সময়ই বাঁদের মাথে
সধ্যবহার করা জ্ঞাজিব। তবে যাযা-দিভা বার্থক্যে উপনিব হলে বাঁরা সম্ভাবেন
সেবা-যত্নের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন ঐবৎ সম্ভাবেন দয়ার উপর
নির্ভরাল হয়ে পড়েন। অপদরদিকে বার্থক্যের চাপে যাবুখের মেজাজ রক্ষ ও
খিটখিটে হয়ে যায় ঐবৎ বিবেক-বুদ্ধিও কম বেশী লোপ পায়। ফলে বাঁরা অনুর
শিওর মতো দাবী দাওয়া দেশ করতে থাকে, যা পূরণ করা সম্ভাবেন পক্ষে কঠিন
হয়ে পড়ে। তখন সম্ভাবেন পক্ষ থেকে মাশান্য বিমুখতাও বাঁদের অন্তরকে ক্ষত-
বিক্ষত করে দেয়। পবিষ কোরান ঐসব অবস্থায় যাযা-দিভার সম্মুখি ও বাঁদের
সুখ-যান্ত্রি বিধানের আদেশ দেয়ার মাথে মাথে সম্ভাবকে ভার শৈশবকাল স্মরণ
করিয়ে দিয়েহে যে, আজ যাযা-দিভা যবটুকু বোমার মুখাপেক্ষী, ঐক সময় তুমি
বাঁদের ঐর চাহিবেও বেশী মুখাপেক্ষী হিলে। তখন বাঁরা যেমন বাঁদের আরাম
আয়েশ হারাম করে বোমার চাওয়া পাওয়া ও বাহানা পূরণ করেহিলেন, বোমার
অনুর কথাবার্তাকে স্নেহ মমতার জাবরণ দারা ঢেকে দিয়েহিলেন, বেসবি বাঁদের
মুখাপেক্ষিতা ও অসহায়ত্বের দুঃসময়ে বাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে ঐবৎ
পরিপোধ করা ও বাঁদের সেবা-যত্ন করা ঐবৎ বাঁদের মাথে সধ্যবহার করা
বোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাযা-দিভার বার্থক্যে উপনীত হওয়া সম্মর্কিত কবিদয়
আদেশ দান করা হয়েহে।

ଏକ ୫ ବାଦେନকে ଓହ-ସନ୍ଦାନ୍ତି ବଳେ ନା । ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ବାଦେନ କଥା ଥିଲେ ମାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧି ଏକାମ୍ ପାସ, ଏସବୁ ଧର୍ମବେଳ କୋତ ଯଦି ଓହ୍ଲାଇବ କଲେ ନା । ବାଦେନ କଥା ଯଦି ଅର୍ଥୋକ୍ତିକ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ନା କେବଳ ।

ଦୁଇ ୫ ଯାବା-ପିତାଙ୍କ ସର୍ବାଦାନ ଏକି ମତର୍କ ଦୁଇ ନାଥେ ହେବ । କଥା-ବାବା ବଳାନ ମସଲ ବାଦେନ ଯାବ-ମସଲାନେର ଏକି ଥେଲାନ ଲେଖେ କଥା ବଳାବେ ହେବ । ବାଦେନ ଅର୍ଥୋକ୍ତିକ ଦାବୀ ଓ ଲକ୍ଷ ସେବାୟ ହାମିସ୍ତୁରେ ମହାବେ ହେବ । କୋତ ମସଲ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏସବୁ କୋତ କଥା ଓହ୍ଲାଇବ କଲା ଯାବେ ନା, ଯାବେ ବାବା ମାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟର ଯାବେ କର୍ତ୍ତ ପାସ ଏବଂ ଯା ବାଦେନ ଯାବ-ମସଲାନେର ପରିପତ୍ତି ହେବ ।

ତିନି ୫ ଏ ଆଦେଶେ ଯାବା-ପିତାଙ୍କ ମାଥେ କଥା ବଳାନ ଆଦେଶ ମିଳା ଦେଖା ହେଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦେନ ଓହ୍ଲାଇବ ମାଥେ ମସଲ ଓହ୍ଲାଇ, ଯଦି ଓ ମସଲାନେର ମାଥେ ବାବ ଓ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ କଥା ବଳାବେ ହେବ ।

ଚାର ୫ ଯାବା-ପିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟରେ ବିରୁଦ୍ଧେ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ବାବ ଓ ବିରୁଦ୍ଧାବେ ମେଶ କଲେବେ ହେବ । ଯାବା-ପିତାଙ୍କ ଏକି ଦୂର୍ବ ଆହ୍ଲାବିକବା, ଯାବା-ସମବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇ ଓ ଯଦି ମହକାରେ ବିରୁଦ୍ଧେ ହୋଇ କଲେ ବାଦେନ ମାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟରେ ହାଜିର ହେବ ହେବ ।

ପାଞ୍ଚ ୫ ମସଲ ଆଦେଶ, ଯାବା-ପିତାଙ୍କ ମସଲାନେ ଓ ମୁଖ-ସାନ୍ତି ଯୋଗ ଆବା ବିସ୍ତାରି କଲା ଯାବୁଧେର ମାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟର । କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟରୀ ଚଳାନ ମାଥେ ମାଥେ ବାଦେନ ଜନ୍ମ ଦୋଷା କଲେବେ ହେବ, ତିନି ଯେବ ଯୋହେବାବୀ କଲେ ବାଦେନ ମକଲ ଯୁକ୍ତିଲ ଆମାନ କଲେ ଦେବ ଏବଂ ବାଦେନ ମସଲ ଧର୍ମବେଳ କର୍ତ୍ତ ଦୂର କଲେ ଦେବ । ମସଲେଶ ଆଦେଶ ହେଲେ, ଯାବା-ପିତାଙ୍କ ସ୍ତୁତ୍ୟ ମସଲ ବାଦେନ ଜନ୍ମ ଅବ୍ୟାହତାବେ ଦୁଆ କଲେ ଯେବେ ହେବ ।

ପବିତ୍ର କୋରାନେ ଏମେହେ, ଆଲାହ ବଲେବ

وَأَمَّا الْعِلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا
طُعْيَانًا وَكُفْرًا 80 فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ
رِزْقًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا 81

ଅବଶ୍ୟକତା ବାଲକଟିର ବ୍ୟାପାରେ- ବାବ ଯାବା-ପିତା ହିଲ ଶ୍ରୀକାତଦାନ । ଆସି ଆମେଶକା କଲେଲାସ, ମେ ଅବାଧ୍ୟତା ଓ କୁହେର ଯାବା ବାଦେନକେ ଏହାବିବ କଲେବ । ଅବଶ୍ୟକତା ଆସି ହିସ୍ତା କଲେଲାସ, ବାଦେନ ପାଲବକର୍ବା ବାଦେନକେ ବାବ ଯାବେ ପବିତ୍ର ଓ ଡାଲୋବାମାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏକାଟି ମଜ୍ଜାବ ଦାନ କଲେବ ।

ବ୍ୟାଧି ୫ ଶିଖିର ଆଲାହିସିମ ମାଲାସ ଯେ ବାଲକଟିକେ ହବ୍ତା କଲେବ, ତିନି ବାବ ଶ୍ରୀକାତ ଏହି ବର୍ତ୍ତନା କଲେବ ଯେ, ବାବ ଏକୃଷିବେ କୁହେର ଓ ଯାବା-ପିତାଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟତା ବିସ୍ତାରି ହିଲ । ବାବ ଯାବା- ପିତା ହିଲ ମସଲେଶ ମସଲାନେ । ଆସାନ ଆମେଶକା ହିଲ ଯେ, ହେଲୋଟି ବଡ଼ ହେଲେ ବାବ ଯାବା-ପିତାଙ୍କେ ବିରୁଦ୍ଧ କଲେବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତ ଦେବ । ମେ କୁହେର ଲିଖିତ ହେଲେ ଯାବା-ପିତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିପଦ ହେଲେ ଦାଢ଼ାବେ ।

ଆଲାହ ବଲେବ

୧୧ . ଯୁକ୍ତିକାତା ମୁହାମ୍ମଦ ଶାଫି ମାୟାରିଫୁଲ କୋରାନ । ଅନୁ: ମାଓ: ମହିଉଦ୍ଦିନ ଖାନ ପୃ. ୧୧୨-୧୧୩

୧୨ . ସୁରା ଆଲ କାହାଫ : ୮୦-୮୧

୧୩ . ମାୟାରିଫୁଲ କୋରାନ । ଅନୁ: ମାଓ: ମହିଉଦ୍ଦିନ ଖାନ

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُيْ أَفْ لَكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ حَلَّتِ
الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَكْبِرَانِ اللَّهُ وَبِئْسَ لِلَّهِ خَلْقٌ

যে ব্যক্তি শীঘ্র সাবা-দিবাকে বলে, ষিক বোষাদেয় প্রতি, বোষদা আমাকে খবর
দিয়ে, আমি আমার পুনরুত্থিত হবে, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক মৃত হয়ে
গোহে? আর (বান্ন) সাবা-দিবা আলাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, বোষদ
ধ্বংস (অনিবার্য)। তুমি ঈশান আনো। তিন্দ্র আলাহর ওয়াদা মব্য।^১

ব্যখ্যা ৪ ৭ আয়াতে আলাহ সাবা-দিবার অবাস্য মন্তব্যদেয় বর্ণনা দিয়েছেন,
যারা সাবা-দিবার অবাস্য হয় ৭৭ আলাহ ও পরকালকে অস্বীকার করে।
যারা যদি ঈশানদার সাবা-দিবার আনুগত্য না করে ৭৭ আলাহ ও পরকালের
প্রতি ঈশান না আনে, তবে তাদের ধ্বংস অর্থাৎ ইহকালে নানা ধ্বংসের
বিপদাপদ ও কষ্ট কঠোরতা ৭৭ পরকালে জাহান্নামে নিশ্চিত হওয়া অনিবার্য।^২

জঘন্যতম পদ

আবদুর রহমান ইবন আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামুল্লাহ
মাল্লাহ আলাহিহি ওয়ামালাশ বলেছেন ৪ আমি কি বোষাদেয়কে সবচাইতে
বড় কবীরা (জঘন্যতম) গুনাহ মস্মকে অবস্থিত করবো না। একথা তিনি তিন
বার বললেন। মাশবায় কেরাশ বললেন, কেন নয়, অবশ্যই করবেন, হে
আলাহর রামুল! তিনি বললেন ৪ আলাহর সাথে শিরক করা, সাবা- দিবার
নাফরমানী করা। তিনি হেলাদ দিয়ে বসে ছিলেন, অতঃপর মোজা হয়ে বসে
বলতে লাগলেন, (খুব ঢালো করে শোব!) মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা মাফ্য
দেয়া। তিনি বার বার একথা বলতে থাকতে। অবশেষে আমরা (যত যত)
বললাম, হাম্ম! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন।^৩

রামুল্লাহ মাল্লাহ আলাহিহি ওয়ামালাশ আমর ইবন হাযয (রা.) ৭৭ মাধ্যমে
ইয়েযেবামীদের নিকট একথাটা পছন্দ করেননি। তাহলে তিনি তাদেরকে
মবর্ক করে দিয়ে বলেছেন ৪ কিয়াযের দিন আলাহ বাআলার নিকট
সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহ হবে- ১. আলাহর সাথে শরীক করা, ২.
অব্যয়ভাবে কোন মুশ্বিককে হব্য করা, ৩. আলাহর রাষ্ট্রায় জিহাদের ময়দান
থেকে পলায়ন করা, ৪. সাবা-দিবার নাফরমানী করা, ৫। মজী মাশ্বী মহিলার
ওপর অপবাদ দেয়া। ৬. যাদু শিক্ষা করা, ৭. মুদ খাওয়া ও ৮। ইয়াযীমের মস্মদ
উল্লেখ করা।^৪

^১ ৩ . সূরা আল আহকাফ : ১৭

^২ ১. দেখুন মুহাম্মদ আলী সাবুনী, সাফওয়াতুত-তাফাসীর, ৩ খ, পৃ. ১৯৬

^৩ সহীহ আল- বুখারী, আদব, অনুঃ ৬; মাতা- পিতার নাফরমানী কবীরা গুনাহ; সহীহ মুসলিম,
ঈমান, অনুঃ সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহ সমূহের বর্ণনা, ১ খ, পৃ. ৯১, নং ৮৭, আরো দ্রঃ তিরমিযী।

^৪ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭; সহীহ ইবন হিব্বান বরাত।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ইবনুল জাম (রা.) বলেন, নবী মালানাহ জালাহিহি গ্লামালাশ বলেহেন : কবীরা গুনাহসমূহ হচ্ছে, ১. জালাহন মাথে শরীক করা ২. মাভা- পিভার জবাহ্য হগ্গা, ৩. মানুশ হব্য্য করা ও ৪. মিথ্যা শপথ করা।^১ বহিমালা ইবন হারিয্যাম (রা.) বলেন, জাশি একটি মাহাশ্যাকারী দলের মদম্য হিলাশ। মেথানে জাশি কিছু পাপ কাজ করে ফেলেহি। মেটাকে কবীরা গুনাহ বলেই জাশি ধরে নিয়েহিলাশ। ইবনে উমর রা. এর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি যে সব গুনার কথা বলছে, তা কি কি? জাশি বললাশ, তা হচ্ছে এই এই। ইবনে উমর রা. বললেন, এগুলো কবীরা গুনাহ নয়। কবীরা গুনাহ হচ্ছে নয়টি।

১. জালাহন মাথে অন্য কাউকে শরীক করা, ২. অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হব্য্য করা, ৩. যুদ্ধের সময়দান থেকে পলায়ন করা, ৪. মবী মাশ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ উচ্চন করা, ৭. মামজিদুল হারাম- ৭ হারামকে হালাল মনে করা, ৮. কাউকে নিয়ে হামি চাট্টা ও বিদ্‌ঘন করা ও ৯. মাভা পিভার নাকলমানীর মাধ্যমে বাদেয়েকে কাঁদানো।

বহিমালা রা. বলেন, ইবনে উমর রা. জামার মধ্যে উয়-জীবি ও আব্ব্বক দেখে বললেন, তুমি কি জাহান্নামে প্রবেশ করাকে খুব উয় করছো? জাশি বললাশ জি হ্যাঁ। তিনি জাবাবও জিচ্চেন করলেন, তুমি কি জান্নাতে যেতে চাও? জাশি বললাশ হ্যাঁ, যেতে চাই। তিনি জামার কাছে জানতে চাইলেন, তোমার মাভা-পিভা বেঁচে জাহেন কি? জাশি বললাশ, জামার মা বেঁচে জাহেন। তিনি জামাকে বললেন, জালাহন শপথ করে বলহি, তুমি যদি বীর মাথে নম্রভাবে কথা বল এবং বীর উন্ন- পোষণের ব্যবস্থা করো, তাহলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না তুমি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে।^২

মাহাবী জাবাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি গ্লামালাশের নিকট কবীরা গুনাহের কথাবলা হলে তিনি বলেন ৪ কবীরা গুনাহ হলো- জালাহন মাথে শরীক করা ও মাভা- পিভার জবাহ্য হগ্গা।^৩

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল রা. বলেন, রামুল্লাহ মালানাহ জালাহিহি গ্লামালাশ বলেহেন ৪ কোন ব্যক্তির নিজের মাভা- পিভাকে গালি দেয়া অন্যতম কবীরা গুনাহ। মাহাবীও বললেন, কোন লোক কি নিজের মাভা- পিভাকে গালি দেয়? তিনি বললেন : হ্যাঁ দেয়। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিভাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে মেও তার পিভাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে মে অপর কোন ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, এর উত্তরে মেও তার (গালি দাতার) মাকে গালি দেয়।^৪

^২ সহীহ আল- বুখারী, শপথ ও মানত, অনুঃ মিথ্যা শপথ, নং- ৬৬৭ ; সহীহ মুসলিম, ইমান, অনুঃ কবীরা গুনাহসমূহের বর্ণনা, ১ম খ. পৃ. ৯১, নং-৮৮।

^৩ নাদরাতুন নাদিম, ১০ খ. পৃ. ৫০১৬; তাফসীর আ-তাবারী- বরাত ;

^১ আল ইহসান, ৬ খ, পৃ. ২৯৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩৩১

^২ সহীহ আল বুখারী, আদব, অনুঃ মাতা- পিতার নাকলমানী করা কবীরা গুনাহ; সহীহ মুসলিম, ইমান, অনুঃ কবীরা গুনাহের বর্ণনা, ১ খ, পৃ. ৯২, নং ৮৮; আ-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ.

জাম্বুলাহ ইবন জাশর ন্না. বলেন, ন্নামূলুলাহ মালানাহ জালাহিহি ঞ্লামালাশ বলেহেৎ ৷ জশব্যাভশ কবীন্না ধুনাহমমুহেৎ মধ্যে জব্যাভশ হাঃ, কোত ব্যক্তিঃ বিজের সাভা- পিভাকে ল'বত কর। বলা হলো, হে জালাহর ন্নামূল! কোত ব্যক্তি কিভাবে বার সাভা- পিভাকে ল'বত করবে পারে? ভিতি বললেৎ ৷ কোত ব্যক্তি জব্যাভ পিভাকে গালি দেয়, ধনুভরে মেও বার পিভাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে কোত ব্যক্তি জব্যাভ থাকে গালি দেয়, ঞর উত্তরে মেও বার থাকে গালি দেয়।^১

জাম্বুলাহ ইবন জাত্বাম ন্না. থেকে বর্ণিত, ন্নবী মালানাহ জালাহিহি ঞ্লামালাশ বলেহেৎ ৷ যে ব্যক্তি গাইফলাহর নামে পণ্ড খবাই করে, যে ব্যক্তি জশির মীমাতা বদলে দেয় ঞবৎ যে ব্যক্তি বিজের সাভা- পিভাকে গালি দেয়, জালাহ বাজালা বার প্রতি ল'বত (জটিমম্মাভ) করত।^২

যে পিভাকে জটিমাপ দেয় বার ঞপর জালাহ বাজালাহ জটিমাপ

মাহাবী আবু বুরখানৈল জাশির ইবন ঞ্লামিনা ন্না. বলেন, জাশি জালী ন্না. ঞর বিকট হিলাশ। বখত জ্বৈক ব্যক্তি ঞমে ভাঁকে বলল, ন্নামূলুলাহ মালানাহ জালাহিহি ঞ্লামালাশ কি জাপতাকে ঞসত কোত কথা বলেহেৎ, যা জব্যা কাটেক বলেতবি? বর্ণনাকারী বলেন, ভিতি ন্নাশাবিত হইয় বলেহেৎ, ন্নামূলুলাহ মালানাহ জালাহিহি ঞ্লামালাশ জাশাকে ঞসত কোত কথা বলেতবি, যা ভিতি জব্যাকে বলেতবি। তবে ভিতি জাশার বিকট চারটি বিষয় বর্ণনা করেহেৎ। বর্ণনাকারী বলেন, হে জাশীফল মু'মিনীত! মে চারটি বিষয় কি? ভিতি বলেন ৷ ভিতি (ন্নামূলুলাহ মালানাহ জালাহিহি ঞ্লামালাশ) বলেহেৎ ৷ যে ব্যক্তি পিভাকে জটিমাপ দেয়, জালাহ বাজালা বার প্রতি জটিমম্মাভ করত। যে ব্যক্তি গাইফলাহর নামে পণ্ড জবাই করে, জালাহ বাজালা বার প্রতি জটিমম্মাভ করত। যে ব্যক্তি ধীতের মধ্যে ন্নুবত কিছু সৃষ্টি করে ঞবৎ যে ব্যক্তি জশির মীমাতা বদলে দেয়, জালাহ বাজালা বার প্রতি জটিমম্মাভ করত।^৩

জাবু হুরাইরা ন্না. বলেন, ন্নামূলুলাহ মালানাহ জালাহিহি ঞ্লামালাশ বলেহেৎ ৷ জালাহ বাজালা মম্ব জামশাতের ঞপর থেকে মাভ প্রকার লোকের ঞপর জটিমম্মাভ করত। ভাদের মধ্য থেকে ঞক শ্রেণীর প্রতি ঞকবার করে জটিমম্মাভ করত যা ভাদের জব্যা যথেক্ট। ভিতি বলেন ৷ যান্না নূভ জা ঞর জাভির ন্যায় জপকর্ষ করে ভান্না জটিমম্ব। যান্না নূভ জা. ঞর জাভির ন্যায় জপকর্ষ করে ভান্না জটিমম্ব। যান্না নূভ জা. ঞর জাভির ন্যায় জপকর্ষ করে

^১ সহীহ মুসলিম প্রাণ্ডুঃ তিরমিযী, বিরওয়াস সিল্লা, অনুঃ মাতা- পিতার নাফরমানী করা, ২ খ. পৃ. ;

আল ইহসান বি-তারতাবে সহীহ ইবন হিব্বান, ১ খ. পৃ. ৩১৬;

^২ সহীহ আল বুখারী, আদব, অনুঃ মাতা- পিতাকে গালি দিবে না, ২ খ. পৃ. ৮৮৩, নং ৫৯৭৩;

আবু দাউদ, আদব, অনুঃ মাতা- পিতার সাথে সদ্‌বহার করা, ৪ খ. পৃ. ৩৩৬, নং ৫১৪১।

^৩ সহীহ মুসলিম, আদাহী, অনুঃ গাইফলাহর নামে খবাই করা হারাম, ৩ খ. পৃ. ১৫৬৮, নং- ১৯৭৮

; আল মুস্‌তদরাক, বির ওয়াস সিল্লা, ৪ খ. পৃ. ১৫৩ ; নাদরাতুন না'ঈম, ১০ খ. পৃ. ৫০১৫;

ভান্না অট্টিপ্প যান্না গাইল্লনাহন্ন নামে পণ্ড স্ববহি করে ভান্না অট্টিপ্প।^২ যান্না
যাভা- পিভান্ন জবাব্ধি ভান্না অট্টিপ্প।^৩

অবাব্ধি মম্বাবেন্নে জব্ব জান্নাভে হান্না

মাহাবী জাম্বুলাহ ইব্বনুল জাম (৯৪) থেকে বর্ণিত, রামুলুলাহ মালানাহ
জানাহিহি গ্লামালাষ বলেছেন ৪ ভিন শ্রেণীর লোকের জন্য জালাহ বাজালা
জান্নাভে হান্না করে দিয়েছেন। ১. মাদকামল ব্যক্তি ২. যাভা- পিভান্ন নাকুল্লমান
ব্যক্তি ও ৩. জমৎ স্বীকৃত যাবী যে নিজের পরিবারে দুঃখের সমর্থন করে।^৪

জাবু হান্নাহিরা ন্না থেকে বর্ণিত। ভিনি বলেন, চার শ্রেণীর লোককে জান্নাভে
প্রবেশ করবে না দেখা যাবে জান্নাভের নেআমত উপাধেয় করবে না দেখা জাল-
হ বাজালার হক বা অধিকার। ১. মধ্যপাশী, ২. সুদখোর ও অন্যান্যভাবে
ইয়াবীশের মাল চম্বনকারী এবং ৪. যাভা- পিভান্ন জবাব্ধি মম্বান।^৫

অবাব্ধি মম্বান জান্নাভের মুম্বানও পাবে না

জাবু হান্নাহিরা ন্না থেকে বর্ণিত, রামুলুলাহ মালানাহ জানাহিহি গ্লামালাষ
বলেছেন ৪ দাঁশত বহনের রাস্তা থেকে জান্নাভের মুম্বান পাওয়া যায়। (কিন্তু ভিন
ব্যক্তি জান্নাভের মুম্বানও পাবে না) ১. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়, ২. যাভা-
পিভান্ন জবাব্ধি মম্বান, (অথ্যাৎ যে মম্বান যাভা- পিভাকে কর্চ দেয়, বাদেয়কে
জমম্বুর্চি ন্নাথে) ও ৩. যে ব্যক্তি মদপানে অট্টিপ্প।^৬

মাহাবী জাবির ইবন জাম্বুলাহ ন্না বলেন, আমরা এক জায়গায় একত
হয়েছিলাম, তখন রামুলুলাহ মালানাহ জানাহিহি গ্লামালাষ ঘর থেকে বের হয়ে
আমাদের সাথে এসে বললেন ৪ হে মুমলিশ জনমসর্গি! তোমরা জান্নাহকে উয়
করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদূর ন্নাথে। কেননা সম্পর্ক অট্টিপ্প ন্নাথার
চাইবে দ্রুত করুল যোগ্য মজ্জাবেন্নে কাজ জার নেই। আর তোমরা বাড়া-বাড়ি
ও মীমানত্বন করা থেকে দূরে থাকো। মীমানত্বন করার চাইবে দ্রুত শাস্তি
যোগ্য অপরাধ জার নেই। তোমরা যাভা- পিভান্ন নাকুল্লমানী করা থেকে দূরে
থাকো। কেননা এক হাজার বহনের রাস্তা থেকে জান্নাভের দ্বান পাওয়া যায়।
জান্নাহর কমম! যাভা- পিভান্ন জবাব্ধি মম্বান, আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্নকারী,
বৃদ্ধ ব্যাট্টারী এবং গর্বেরে চিখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী জান্নাভের
মুম্বানও পাবে না।^৭

জাম্বুলাহ ইবনে টমার ন্না থেকে বর্ণিত, রামুলুলাহ মালানাহ জানাহিহি
গ্লামালাষ বলেছেন ৪ ভিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ক্রিয়াভের দিন জান্নাহ
বাজালা নহবের দৃষ্টিতে ভাকবেন না। ১. যাভা- পিভাকে কর্চদানকারী
অবাব্ধি মম্বান। ২. দুঃখের বেশ ধারণকারী নারী ও ৩. দহিযুয়ম। আর ভিন

^২ আল মুস্লেদদরাক, হুদুদ, ৪ খ, পৃ.

^৩ ফাতহুর রাব্বানী, ১৯ খ, পৃ. ২৮৪; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭

^৪ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৮; (আল মুস্লেদদরাক বরাত)

^৫ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭; (তাবারানী জামে 'আস সগীর, বরাত)

^৬ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯-৩৩০; তাবারানী, আল আওসা, বরাত

শেখীৰ লোক জাহাৰে ধৰণ কৰে না। ১. মাৰা- দিৱাৰ অবাধ্য মন্ত্ৰ। ২. মদপানে আমল ব্যক্তি ও ও. দান কৰে খোঁটা দানকাৰী।^৪

মায়ের মাথে বাফরমাতীৰ শান্তি

আমূল্লাহ ইবন আবু আশ্ফা না. বলত, আমল্লা নবী মালানাহ আলাহিহি গ্লামালাশেৰ দৰবাৰে উপস্থিত হিলাশ। যমত মময় এক ব্যক্তি যমে বলত, একজন যুৱকেৰ মুখৰ অৱস্থা। লোকজন বাকে (কালিশা) “লা ইনাশ ইলানাহ” পঢ়াৰ উপদেশ দিছে, কিন্তু মে পঢ়াৰ পাৰহে না। আমূল্লাহ মালানাহ আলাহিহি গ্লামালাশ জিচ্চেম কৰলেত ৪ ৭ ব্যক্তি কি বাফাৰ আদায় কৰাৰো? মে বলত, জি হ্যা। একথা শুনে আমূল্লাহ মালানাহ আলাহিহি গ্লামালাশ উঠে (যুৱকটিক উপদেশ্য) নগ্লামালাশ কৰলেত। আমল্লাও বাৰ মাথে চলনাশ। যিতি যুৱকেৰ কাহে গিয়ে বাকে কালিশা পঢ়াৰ বালকীত দিলেত অৰ্থাৎ বললেত ৪ বল, “লা- ইনাশ ইলানাহ।” মে বলত, আমি বলছে পাৰহি না। যিতি বললেত ৪ কেন, কি হয়হে? লোকটি বলত, মে বাৰ মায়ের মাথে বাফরমাতী কৰব। আমূল্লাহ মালানাহ আলাহিহি গ্লামালাশ জিচ্চেম কৰলেত ৪ বাৰ মা কি জীৱিত আছে? লোকেলা বলত, হ্যা, জীৱিত আছে। যিতি বাঁকে ঢেকে জানাৰ নিৰ্দেশ দিলেত। বাৰ বুদ্ধ মাৰা আমলে যিতি বাঁকে জিচ্চেম কৰলেত, একি বোম্বাৰ হেল? বুদ্ধা বলত হ্যা, আমাৰ হেল। যিতি বুদ্ধাকে বললেত ৪ ব্রুশি কি মনে কৰো, যদি একটা উল্লেখকৰ আশত প্রজ্জলিত কৰা হয় ৭৭ বোম্বাকে বলা হয়, যদি ব্রুশি হেলত জন্ত্য মুপাৰিশ কৰো বাহলে বাকে ৭ আশত থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে। অন্যথায় বাকে ৭ আশত ফেল দুড়িয়ে মাৰা হবে। ৭ অবস্থায় ব্রুশি কি মুপাৰিশ কৰবে? বুদ্ধা বলত, জি, হ্যা, মুপাৰিশ কৰব। একথা শুনে নবী মাল- লাহ আলাহিহি গ্লামালাশ বললেত ৪ বাহলে ব্রুশি আলাহ ও আমাকে মাৰ্শী ৱেথে বলা, ব্রুশি বাৰ এবি মনুৰ্চি হয়ে বলহে। বুদ্ধা বললো, হে আলাহ! আমি বোম্বাকে ৭৭ বোম্বাৰ আমলকে মাৰ্শী ৱেথে বলহি, আমি আমাৰ কলিজাৰ টুকুৰা মন্ত্ৰাৱেৰ এবি ৱাজী হয়ে গেহি। তখন আমূল্লাহ মালানাহ আলাহিহি গ্লামালাশ যুৱকটিক এবি লক্ষ্য কৰে বললেত ৪ বলো “লা- ইনাশ ইলানাহ লা- মাৰীকা লাহ গ্লামা আশহাদু আলা মুহাম্মাদত আবদুহ গ্লামা আমূল্লাহ” (মন্ত্ৰাৱেৰ এবি মায়ের মন্ত্ৰটিক বৰকৰে যুৱকটিক মুখ থুলে গেলো ৭৭৭ বৎসৰত) মে কালিশা পাঠ কৰল। আমূল্লাহ মালানাহ আলাহিহি গ্লামালাশ আলাহৰ প্রশংসা কৰলেত আৰ বললেত ৪ মমন্ত্ৰ প্রশংসা আলাহৰ জন্ত্য যিতি আমাৰ অমিলায় ৭ যুৱককে জাহাৰাশেৰ কটন আমাৰ থেকে ৱাজাৰ দিয়েহেত।^৫

বাফরমাতীৰ মন্ত্ৰাৱেৰ স্বশ্রম অৱিবাৰ্ধ

মাৰাৰী আবু হুৱাইৰা না. থেকে বৰ্ণিত। যিতি বলত, আমূল্লাহ মালানাহ আলাহিহি গ্লামালাশ বলেহেত ৪ বাৰ ৱাক ধুলি মলিত হোক! বাৰ ৱাক ধুলি মলিত হোক। বাৰ ৱাক ধুলি মলিত হোক (অৰ্থাৎ মে স্বশ্রম হোক) জিচ্চেম কৰা

^৪ না’সাদ্দি, অধ্যা; যাকাত, অনুঃ ৬৯; দান কৰে খোঁটা দানকাৰী।

^৫ আ-তাৱগীৱ ওয়াত তাৱহীৱ, ৩ খ, পৃ. ৩৩৩; আৰো দ্র. মুসনাদে আহমদ ও তাৱাৱানী:

হলো, হে জালাহর নামূল! কে মে? ভিতি বললেন ঃ যে ব্যক্তি মাভা- পিভা উচ্চৈকে অথবা বাঁদের কোন একজনকে বার্ষিক্য অবস্থায় পেলো অথচ মে জালাহর প্রবেশ করল না।^১

কা'ব ইবন 'উজ্জনা (রা.) বলেন, নামুল্লাহ মালানাহ আলহিহি ওয়ামালাহ বলেছেন ঃ ভোমরা বিশ্বস্তের কাছে থামো জামায়েত হও। আমরা মকলে বিশ্বস্তের কাছে থামে জামায়েত হলো। ভিতি বিশ্বস্তের প্রথম ধাপে আলোহন করে বললেন ঃ আশীত। দ্বিতীয় ধাপে আলোহন করে পুনরায় বললেন আশীত। তৃতীয় ধাপে আলোহন করে আবাহো বললেন ঃ আশীত। ভিতি বিশ্বস্ত থেকে অবতরণ করার পর আমরা বাঁর নিকট আরথ করলাম, আজ আমরা আপনার কাছ থেকে যেমন কিছু কথা শুনছি যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। ভিতি বললেন ঃ জিবরাইল (খইমাব) আমাকে থামে বললেন ঃ মে ব্যক্তি স্বথম হোক, যে রমযান মাস পেয়েছে, অথচ তার ধন্যত্ব মাফ হয়নি। আমি বললাম আশীত (জালাহ কুবল করত)। আমি দ্বিতীয় ধাপে আলোহন করলে ভিতি (জিবরাইল) বললেন ঃ মে ব্যক্তি স্বথম হোক, যার মাশনে আমান নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ মে দরদ পড়ল না। আমি বললাম ঃ আশীত। আমি বিশ্বস্তের তৃতীয় ধাপে আলোহন করলে জিবরাইল বললেন ঃ মে ব্যক্তি স্বথম হোক, যে মাভা- পিভা উচ্চৈকে অথবা বাঁদের কোন একজনকে পেল, কিন্তু তারাকে জালাহে প্রবেশ করালো না। আমি বললাম ঃ আশীত।^২

ব্যখ্যা ঃ বৃদ্ধ বয়সে মানুষ দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। শরীর কমাগত শক্তিহীন, দুর্বল ও নিম্নেজ হতে থাকে। কর্মক্ষমতা ও আত্ম নির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে। যেমতকি এক পর্যায়ে চলা- ফেরা করার ক্ষমতাও বাদে থাকে না। তখন দুর্বলতা ও ভ্রমশয়িত্ব বাঁদেরকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে বাঁরা পরনির্ভরশীল কথা মস্তাব-মস্তাবিত ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অপর দিকে বার্ষিক্যের চাপে ও চতুর্ভুখী রোগ যন্ত্রণায় বাঁদের মেজাজ খিটখিটে, কথা-বার্তা কর্কশ, আচরণ-আচরণ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ সময়টি হয় মানুষের জন্য চরম দুর্দিন। বান্দার এ ভ্রমশয় ও দুর্দিনে জালাহ বাজালা বাদে প্রতি বিশেষ কর্মবার হাত প্রমারিত করেন এবং দয়া ও রহমতের দ্বার বাদে জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে মস্তাবের জন্য মাভা- পিভার মস্তাবিকে জালাহর মস্তাবি এবং বাঁদের ভ্রমশয়িকে জালাহর ভ্রমশয়ি হিমায়ে পরিগণিত করা হয় এবং বাঁদেরকে মস্তাবের জন্য জালাহ ও জাহালাহ হিমায়ে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ মাভা- পিভার এ কঠিন মুহুর্তে বাঁরা যে মস্তাবের প্রতি মস্তাবি হন জালাহ বাজালাও তার প্রতি মস্তাবি হয়ে তার জন্য জালাহের ফায়সালা করে দেন।

^১ সহীহ মুসলিম, সন্যবহার, অনুঃ ৩, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতা- পিতাকে পেয়েও জালাহে প্রবেশ করতে পারেনি তার নাম খুলি মলিন হোক; ৪ খ, পৃ. ১৯৭৮, নং ২৫৫১;

^২ আল মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫৪; নাদরাতুল না'ঈম, ১০ খ, পৃ. ৫০১৪; আল- ইহসান বি- তারতীবে সহীহ ইবন হিব্বান ১ খ, পৃ. ৩১৫।

ମହାକାବ୍ରେ ଯେ ମହାବୀର ବୀର ଅସ୍ଥିତ, ଜନ୍ମ, ଫିଶବ ଓ କୈଶୋର ଜୀବନେ ବୀର ଜନ୍ମ ଯାହା-
ପିତାଙ୍କ ଏ ଫଳସ୍ଥ ଅମହାତ୍ମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାୟ ଶ୍ରୀମତେ ମେବା- ଯନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମାବିଶୋଧ କରାର
ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀମତେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତେ ବାହ୍ୟସାଧୀ କରେ ଓ ଶ୍ରୀମତେ ଯତେ କର୍ତ୍ତ
ଦେଖ, ଆଲାହ ବାଆଲା ବୀର ପ୍ରତି ଅମହୁର୍ତ୍ତ ଓ ନାଶାବିତ ହୁଏ ବୀର ଜନ୍ମ
ଜାହାନ୍ନାମେନ ଫାୟମାଲା କରେ ଦେବ ।

ବୁଦ୍ଧ ଯାହା- ପିତାଙ୍କେ ବା ଶ୍ରୀମତେ କୋଟ ଏକଜନକେ ଦେଖେ ଯାହା ଜାହାନ୍ନାମେନ ଏବେ
କରତେ ପାରେନି ବୀରା କ୍ଷେତ୍ର ହେକ- ନାମୁଲ ମାଲାଲାହ ଆଲାହୀହି ଶ୍ରୀମାଲାମେନ
କାହେ ଏ କଥାଟି ଜିବନାଶ୍ରମି ବଳେନେ ଏ କଥାଟି ଜିବନାଶ୍ରମି ଏବଂ ବରଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର
ଆଲାହ ବାଆଲାମେନ ଫାୟମାଲା । ଜିବନାଶ୍ରମି ହେବେ ବାଣୀ ବାହକ ଯାହା । ଆଲାହ
ବାଆଲାମେନ ଏ ଫାୟମାଲାମେନ ପ୍ରତି ଜିବନାଶ୍ରମି ଏବଂ ପୂର୍ବ ମହର୍ତ୍ତ ହିଲ । ନାମୁଲୁଲାହ
ମାଲାଲାହ ଆଲାହୀହି ଶ୍ରୀମାଲାମେନ ଏ ଫାୟମାଲାକେ ବିନା ବାକ୍ୟେ ଏବେ କରେନେ ।
ବରଂ ବିନି ଏବଂ ମାଥେ ପୂର୍ବ ଏକାଦ୍ଧ ହୁଏ ଏ ଫାୟମାଲା କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରାର ଜନ୍ମ
ଆଶୀବ ବଳେ ଆଲାହେନ କାହେ ଦୁଆ କରେନେ ।

ନାମୁଲୁଲାହ ମାଲାଲାହ ଆଲାହୀହି ଶ୍ରୀମାଲାମେନ ଉନ୍ମାବେନ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାୟ ନିହେନିଲ
ହିଲେନ । ଉନ୍ମାବେନ ଯାହାଙ୍କି କଥା ଅନେ ବିନି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ପଡ଼େନ । ଉନ୍ମାବେନ
ହେକାଲ ଓ ପରକାଳୀନ ମୁଖ- ଯାହା ଓ କଲ୍ୟାଣ ମାଧବ କରାହି ହିଲ ଶ୍ରୀମତେ ନିରୁଦ୍ଧାବୀ
ଜୀବନେନ ସିମନ । ବା ମାତ୍ରେ ଯାହା- ପିତାଙ୍କ ବାହ୍ୟସାଧନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତେ ଯତେ କର୍ତ୍ତ
ଦାନକାରୀ ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ରମେନ ଜନ୍ମ ବିନି ବଦ୍ଧୁଆ କରେନେ । କାହେନି ଶ୍ରୀମତେ
କ୍ଷେତ୍ର ଅବିବାର୍ଯ୍ୟ । ବାବେ ଯଦି ବୀରା ବଞ୍ଚା କରେ ଏବଂ ବିଜେଦେନ ଦୁଲ ଶୀକାର କରେ
ଯାହା- ପିତାଙ୍କ ମାଥେ ପଡ଼େ କ୍ଷମା ଡେଇଁ ଦେଖ । ଶ୍ରୀମତେ ମେବା- ଯନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମାବିଶୋଧ
କରେ ଶ୍ରୀମତେ ମହୁର୍ତ୍ତ ଅର୍ଜନ କରେ । ଆମ ଯାହା- ପିତା ଯାହା ଶେଲେ ବିଜେଦେନ କୃତ
ଅପମାନେନ ଜନ୍ମ ଆଲାହେନ ଦରବାରେ ଥାଲେମ ଡାବେ ବଞ୍ଚା କରେ, ଯାହା- ପିତାଙ୍କ
ଜନ୍ମ ଦୁଆ ଓ ଦାନ-ମାଦାକା କରତେ ଥାକେ ଏବଂ ଯାହା- ପିତାଙ୍କ ମାଥେ ଆତ୍ମାବିଶୋଧ
ସଞ୍ଜେନେ ମାଥେ ଓ ଯାହା- ପିତାଙ୍କ ବଦ୍ଧୁ-ସଞ୍ଜେନେ ମାଥେ ମଧ୍ୟବହାର କରତେ ଥାକେ,
ବାହେନ ଆମା କରା ଯାହା ଯେ, ବୀରା ଅବିବାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଥେକେ ରେହାହି ପାବେ ।

ଯାହାଙ୍କ ବଦ୍ଧୁଆ

ହିମାଳୟ ପୂର୍ବ ଏକାଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର

ଆମୁ ହେନାହା ନା. ବାଲେନ, ବୀରୀ ମାଲାଲାହ ଆଲାହୀହି ଶ୍ରୀମାଲାମେନ ବାଲେନେ ୫ ...
ହୁନାହାଙ୍କି ନାମେ ଏକଜନ ବେକକାର ଓ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଲେନ । ବିନି ମବ ମହର୍ତ୍ତ ଥାବକାୟ
ହିବାଦେ ସାମନ୍ତ ଥାକେନ । ଏକଦିନ ଶ୍ରୀମତେ ଯା ଶ୍ରୀମତେ ମାଥେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କରାର ଜନ୍ମ
ଆମାଲେନ । ବ୍ରତନ ବିନି ନାମାୟ ଆଦାୟ କରାହିଲେନ । ଯା ଶ୍ରୀମତେ ଡାକଲେନ, ହେ
ହୁନାହାଙ୍କି! ବିନି ଯତେ ଯତେ ବାଲେନ, ହେ ଆଲାହ! ଏକଦିକେ ଆମାର ଯା, ଅପମାନିକେ
ଆମାର ନାମାୟ, ଏହି ବାଲେ ବିନି ନାମାୟେ ସମନ୍ତ ହୁଏ ଶେଲେ । ଶ୍ରୀମତେ ଯା ଏମେ ଡାକ
ଦିଲେନ, ହୁନାହାଙ୍କି! ବିନି ଆବାରଂ ଡିବ୍ବା କରାଲେନ, ହେ ଆଲାହ! ଏକଦିକେ ଆମାର
ଯା, ଅପମାନିକେ ଆମାର ନାମାୟ (କି କରେ ଯା ମାଥେ କଥା ବାଲି) । ଅବଶ୍ୟକ ବିନି
ନାମାୟେ ସାମନ୍ତ ହୁଏ ଶେଲେନ । ଶ୍ରୀମତେ ଯା ଏବଂ ଦିବେନ ଯାହା ଫିରେ ଡାକ ଶେଲେନ । ବ୍ର
ବୀରୀ ଦିନେ ଯା ଏମେ ଦେଖେନ, ହୁନାହାଙ୍କି ନାମାୟ ଆଦାୟ କରାହେ । ବିନି ଡାକ ଦିଲେନ, ହେ

ছুরাইজ! ভিবি মনে মনে বললেন; হে জালাহ! 'একদিকে জামান্ন যা, অপরদিকে জামান্ন নামায। নামাযের মধ্যে কি করে জবাব দেই। ভিবি চুপ রইলেন, অতঃপর নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন 'এবে বাঁর' যা মনে খুব কষ্ট পেলেন 'এবং নামাযবিহীন হয়ে বদ দু'জা করলেন, হে জালাহ! চরিত্রহীন ব্যাটিনারী নারীর চেষ্টার না দেখিয়ে থাকে মৃত্যু দিও না। 'এ বদ দু'জা করে নিরাশ হয়ে ভিবি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

ইতিমধ্যে বনী বনী ইমরাখিলের লোকদের মাঝে ছুরাইজ ও বাঁর ইবাদত বন্দেগীর কথা জালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। 'এখন সমস্ত এক জবিন্দ মুন্দরী ব্যাটিনারী মহিলা লোকদেরকে বললো, 'বোমরা যদি মনে করেন, 'বাহলে আমি তাঁকে কাজে ফাঁসিয়ে দেই। 'এরপর সে ছুরাইজের খানকায় উপস্থিত হলো 'এবং তাঁকে অপকর্ষের আশ্বাস জানাতে লাগল। কিন্তু ছুরাইজ তার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করেননি।

সে ছুরাইজ থেকে নিরাশ হয়ে ছুরাইজের খানকায় যাবায়াত করত 'এখন এক নামাযের কাছে গিয়ে নিজেকে তার মাশবে পেশ করে দিল। নামায তার মধ্যবর্তী শিকার হলো। মহিলাটি গর্ভবতী হলো, অতঃপর একটি বাচ্চা এসব করল, 'জান প্রচার করতে লাগল, বাচ্চাটি ছুরাইজ কর্তৃক ঘৃষিত হয়েছে। মহিলাটির 'এ অপপ্রচার শুনে লোকেরা ছুরাইজের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে বাঁর খানকার মাশবে জড়ো হলো। তাঁকে খানকা থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করে তার খানকাটি ছেঁে ফেললো 'এবং তাঁকে প্রহর করতে লাগল।

ছুরাইজ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে বোমাদের? 'ভারী বলল, 'বুধি 'এ নষ্ট ব্যাটিনারী মহিলার মাথে ব্যাটিনার করেছে। 'জান বোমার মাধ্যমে তার একটি সম্ভাবণ ঘৃষিত হয়েছে। 'ভিবি লোকদেরকে বললেন, 'ঠিক আছে, 'শিওটি কোথায়, 'তাকে নিয়ে 'এমো। অতঃপর তাকে জালা হলো। 'ভিবি বললেন, 'বোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, 'আমি (দু'রাকাজাব) নামায আদায় করি।

নামায শেষ করে 'ভিবি নবজাবক শিওটিন পেটে খোঁচা ঘেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বল, 'ভোর পিভা কে? 'শিওটি কয়েকদিনের 'হলেও জালাহ তার যবাব খুলে দিয়েছেন। 'সে বললো, 'গুরু নামায জামান্ন পিভা। 'একথা শুনে ছুরাইজের প্রতি লোকদের উল্লি-শুদ্ধা জারো বেড়ে গেলো, 'ভারী তাঁকে চুন্নু দেয়া শুরু করল, 'ভারী কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো 'এবং বললো, 'বোমার 'এ খানকা আমরা মোনা দিয়ে নির্ধার করে দেব। 'ভিবি বললেন, 'না, 'তার প্রয়োজন হবে না। 'যেভাবে ছিল সেভাবে মাটি দ্বারা নির্ধার করে দাও। 'ভাই করা হলো।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় 'এমেহে, 'ছুরাইজের 'যা যদি ব্যাটিনারে লিখত হওয়ার বদ দু'জা করতেন 'বাহলে 'ভিবি অবশ্যই ব্যাটিনারে লিখত হতেন।'

যাবা- পিভার অধিকার আদায় করা ও বা করার পরিণাম

¹ সহীহ মুসলিম, 'বির ওয়াস সিল্লা, অনুঃ 'মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়, ৪ খ, পৃ. ১৯৭৬, নং-২৫৫০।

ସାବା- ପିତାର ଅଧିକାର ଜାଦାସ, ବାଁଦେ ମେବା- ସର ଓ ମନ୍ତ୍ରୁଞ୍ଚି ଅର୍ଜନେର ସାଧ୍ୟାସେ ବାଁଦେର ଦୁଃଖା ବେଶା ଏବଂ ବାଁଦେର ସତେ କଞ୍ଚି ଦେଶା ଓ ବାଁଦେର ବଦଦୁଃଖା ଥେକେ ବେଢେ ଥାକା ମନ୍ତ୍ରାବେର ଜନ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାଁରା ଦୁଃଖା ବା ବଦଦୁଃଖା ଥେକେ ବେଢେ ଥାକା ମନ୍ତ୍ରାବେର ଜନ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାଁରା ଦୁଃଖା ବା ବଦଦୁଃଖା ସାହି କଲେନ, ମନ୍ତ୍ରାବେର ବେଲାସ ବା ନିଃମନ୍ଦାହେ କରୁଲ ହସ।

ସାବା- ପିତାର ବାହନସାବୀର ସାନ୍ତି ଦୁବିଶା ଥେକେଈ ଶ୍ରମ ହସ

ମାହାବୀ ଜାନ୍ତୁ ବାହନା ନା. ଥେକେ ବର୍ବିବ। ଛିତି ବଲେନ, ନାମୁଲୁଲାହ ମାଳାଲାହ ଜାଳାହିରି ଶ୍ଯାମାଳାସ ବଲେହେନ । ମବ ଶୁନାହ ଜାଳାହ ବାଜାଳା ସବଡ଼ି ହିଝା କ୍ଷମା କରେ ଦେନ। ବାବେ ସାବା- ପିତାର ବାହନସାବୀର ଶୁନାହ (କ୍ଷମା କଲେନ ନା) ବରଂ ଏନ ସାନ୍ତି ମଞ୍ଚିଞ୍ଚି ବ୍ୟକ୍ତିକେ ସୁହୁତ୍ର ପୂର୍ବେ ପାର୍ଥିକ ଜୀବନେ ଦେଶା ହବେ ।

ସାୟେର ମାଥେ ବାହନସାବୀ

ମାହାବୀ ସୁଗୀରା ହିବେ ମୋବା ନା. ଥେକେ ବର୍ବିବ, ନବୀ ମାଳାଲାହ ଜାଳାହିରି ଶ୍ଯାମାଳାସ ବଲେହେନ । ଜାଳାହ ବାଜାଳା ବୋସାଦେର ଓପର ସାୟେର ବାହନସାବୀ, କନ୍ୟା ମିଶ୍ଟକେ ଜୀବିବ କବର ଦେଶା, କୁପବତା କରା ଓ ଡିକ୍ଷା ବୁଝି ହରାସ କରେ ଦିୟେହେନ। ଜାର ବୃଥା ବର୍କ-ବିବର୍କ, ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା ମନ୍ତ୍ରଦ ବଞ୍ଚି କରାକେ ବୋସାଦେର ଜନ୍ୟ ଅପହନ୍ଦ କଲେହେନ ।

ବ୍ୟାଧ୍ୟା । ମନ୍ତ୍ରାବେର ଜନ୍ୟ ସାୟେରା ସେ ମୀମାହିନ କଞ୍ଚି କରେ ଥାକେନ, ବାର ଏକ ସୁହୁର୍ବେର ବଦଳା ମନ୍ତ୍ରାବେର ଜୀବନେଓ ଦିବେ ପାରବେ ନା। ସାୟେଦେର ସବ ଅବ୍ୟସ୍ତ ବରଷ। ମାସାବ୍ୟ କଥାବେହି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସାବ ଲେଖେ ଥେବେ ପାରେ, ବାଁଦେର ସବ ଆହସ ହସେ ଥେବେ ପାରେ। ସାୟେର ମନ୍ତ୍ରୁଞ୍ଚିର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା, ଜାଳାହର ମନ୍ତ୍ରୁଞ୍ଚି ଓ ଜାଳାହ ଲାଡ଼। ଜାର ସାୟେର ଅମନ୍ତ୍ରୁଞ୍ଚିର ପ୍ରତିଫଳ ହଝେ, ଜାଳାହର ଅମନ୍ତ୍ରୁଞ୍ଚି ଏବଂ ଛିନ ଜାହାଲ୍ଲାସ। ମୁବରାଂ ସାୟେର ମାଥେ କଥା- ବାର୍ବା ଓ ଆଚାର- ଆଚରଣେ ଅବ୍ୟସ୍ତ ମବର୍କ ଟୁଞ୍ଚି ନାଥାବେ ହବେ, ଏବେ ସାୟେର ସତେ ମାସାବ୍ୟବସ କଞ୍ଚିଓ ନା ଲାଖେ। ସାୟେର ସତେ କଞ୍ଚି ଦେଶା, ବାଁର ବାହନସାବୀ କରା ଓ ଅବାଧ୍ୟ ହଝା ଥେକେ ନିଜ୍ଞେକେ ମନ୍ତ୍ରୁର୍ବରୁପେ ବିବର ନାଥାବେ ହବେ। ସାୟେର ଅଧିକାର ଜାଦାସ, ବାଁର ମେବା- ସର ଓ ମନ୍ତ୍ରୁଞ୍ଚିର ଜନ୍ୟ ଜୀବନ ଡିଜାଢ଼ କରେ ଦେଶା ମନ୍ତ୍ରାବେର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।

ସାବା- ପିତାର ବାହନସାବ ମନ୍ତ୍ରାବେ ବହୁରୁପେ ଏହେ ବା କରା

ଫୋର ହିବେ ଆହୁଲ ଆସୀଧି ନ. ହିବେ ସିହନାବକେ ବଲେହେନ, ବୁସି କଥାବୋ ନାଜା- ବାଦମାହଦେର ଦରବାରେ ଥାବେ ନା। ଯଦିଓ ବୁସି ବାଦେରକେ ଡାଲୋ କାଞ୍ଜେର ଆଦେଶ କରୋ ଏବଂ ଅବ୍ୟସ୍ତ କାଞ୍ଜ ଥେକେ ବିଷେଷ କରୋ। କୋବ ବେଶାବା ବାରୀର ମାଥେ କଥାବୋ ନିର୍ଜନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେବେ ନା, ଯଦିଓ ବା କୁରଜାବ ମିଶ୍ଟା ଦେଶାବେର ଜନ୍ୟ ହସ। ଜାର ସାବା- ପିତାର ଅବାଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାବେର ମାଥେ କଥାବୋ ବହୁରୁ କଲେବେ ନା। କେନବା ମେ ବୋ

¹ ଆଲ ମୁସ୍ତଫିଦରାକ, ବିର ଓୟାସ ଲିଲା, ୫ ଖ, ପୃ. ୧୫୬; ମିଶକାତୁଲ ମାସାବୀହ, ଅଧ୍ୟାୟ ୫ ବିର, ହାଦୀସ ନଂ ୫୭୨୮, (ବାୟହାକୀ ବରାତ);

² ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ, ଆଦବ, ଅନୁ ୫ ୬ ମାତା- ପିତାର ବାହନସାବୀ କରା କବୀରା ଶୁନାହ, ହାଦୀ ନଂ ୫୯୭୫ ଫାତ; ସହିହ ମୁସଲିମ, ଅଧ୍ୟାୟ ଆକଦିୟା, ଅନୁ ୫ ୫, ନଂ-୧୭୧୫

বিজ্ঞের মাঝা- পিছারই অবাস্য, বোম্বাকে কিভাবে মে বন্ধুত্বপে গ্রহণ করবে? (কখনো বা করবে পারেন।)^১

ব্যখ্যা ঃ মাঝা- পিছারই মস্তাবের জন্মদাতা ও মবচাইবে বড় আপনজন। মস্তাবকে তাঁরা বিজ্ঞেদের জীবনের চাইবে বেশী ঢালোবামেন। রুদ্র বিখ্যাতো জাদর- ম্বেই বাদেদ্রকে প্রতিপালন করেন, বিজ্ঞেরা না খেয়ে মস্তাবকে খাওয়ান। বিজ্ঞেরা না পরে মস্তাবকে পরান। বিজ্ঞেদের জীবন বিমর্জিত দিয়েও তাঁরা মস্তাবের মুখ-শাস্তি কামনা করেন। মস্তাবের ঐকট্ট কিছু হলে তাঁদের মনের শাস্তি ও বস্তি দুই হয়ে যায়, চোখের মুগ হারায় হয়ে যায়, দৃষ্টিভ্রায় ভারা অস্থির, বিচলিত ও বিব্রত হয়ে পড়েন। মস্তাবের ব্যাপারে মাঝা-পিছার ঐকট্ট অবদানকে টুলে গিয়ে যে মব মস্তাব তাঁদের অবাস্য হয়ে যায়, ঐকট্ট অবাস্য ও বিচলিত প্রাণ পৃথিবীতে আর কাটকে কি বন্ধুত্বপে গ্রহণ করবে পারে? কখনো নয়। যদি কারো মাঝে বন্ধুত্ব করবে দেখা যায়, তবে মেদি হবে বিহক অটিনয় ও ধোকা। মুবরাং, “মাঝা-পিছার অবাস্য মস্তাবের মাঝে বন্ধুত্ব করবে না”- রামুল মালানাহ জালাইহি ওয়া মালানের ঐ জামোষ বাবী কবই না বাস্তব।

মাঝা-পিছার বাফরবাবী জালাইহি পথে বাধা

জামর ইবন মুবরা জাল জুহাবী রা. বলেন, ঐক ব্যক্তি নবী মালানাহ জালাইহি ওয়া মালানের দরবারে ঐমে জামর করল, হে জালাইহি রামুল! জামি মাফ্য দিহি যে, জালাইহি ঐক, ভিবি ব্যবীভ কোন ইলাই নেই ঐক আপনি জালাইহি রামুল। জামি পাঁচ ওয়াফ নামায জাদায করি, বিজ্ঞের মস্তাবে শাকাব দেই, রমখাতের রোখা রাখি। ভার ঐকথা শুনে নবী মালানাহ জালাইহি ওয়ামালান বললেন ঃ যে ব্যক্তি ঐমব কাজের উপর জটিল থেকে মুক্ত্য বরণ করল, মে কেমাসতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের মাঝে ঐকনিভাবে অবস্থান করবে (ঐকথা বলে ভিবি হাতের পাশা-পাশি দুটি জাভুল টেঁগে দেখালেন)। তবে শর্ভ হলো, মে যেন মাঝা- পিছার বাফরবাব ও অবাস্য না হয়।^২

ব্যখ্যা ঃ মাঝা-পিছার বাফরবাব ও অবাস্য না হওয়া জালাইহি যাওয়ান জব্যা শর্ভ। মুবরাং ঐক ও জামলে মালান থাকে মস্তাবে মাঝা- পিছার অবাস্য মস্তাব জালাইহি যেবে পারবে না।

মাঝা- পিছার বাফরবাবদের ইবাদত জানাই করুন করবে না

^১ নাদরাতুল নাজিম, ১০ খ, পৃ. ৫০১৬

^২ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩খ, পৃ. ৩২৯; আরো দ্র. আহমদ, তাবারানী, বন খুয়াইমা ও ইবন হিব্বান।

মায়াবী জীবু টোষা ন্না। থেকে বর্বিভ। ভিতি বনেন, ন্নামুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি জ্বামালাশ বনোহেন ৪ জালাহ বাজালা ভিত ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগী ও দান মাদাকা কোবটাই কনুল কনেন না। বান্না হুছে ৪ ১. মাভা- পিভার নাফন্নশান, ২. দান করে খোঁচা দানকারী ও ও বাকদীর অধীকারকারী।^২

পরিবার থেকে বহিষ্কার করলেও মাভা- পিভার নাফন্নশানী করা যাবে না।

হুন্নর মু'জায ইবন জাবাল ন্না। বনেন, থকবার ন্নামুল্লাহ মালালাহ জালাহিহি জ্বামালাশ আমাকে দশটি আদেশ প্রদান করেন। জালাহর সাথে কখনো কাটকে শরীক করো না, যদিও ভোষাকে হত্যা করা হয় এবং আশ্বনে দুড়িয়ে ফেলা হয়। কখনো মাভা-পিভার নাফন্নশানী করো না, যদিও বাঁরা ভোষাকে নিজেই মস্হদ ও পরিবার- পরিজন থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।^৩

মাভা-পিভার নাফন্নশানীর বদলা

জামশা'ছী ন্ন. বনেন, জৈনক জারব বেদুছীন আমায় নিকট বর্ণনা করেন। ভিতি বনেন, আমি মাভা- পিভার নাফন্নশান ও বাঁদের অনুগত মস্তাবের অনুমম্মানে নিজ গ্রাম থেকে বের হয়ে বহু গ্রাম অতিক্রম করি। অবশেষে এক বৃদ্ধের কাছে থমে পৌঁছি। তার গলায় দড়ি বাঁধা। সে ঐশ্বর্যের প্রচণ্ড গরমে একটি বালতি দ্বারা পানি টোঁটো করে কাছে নিয়েছিল। সে বালতি দ্বারা পানি টোঁটো করে পক্ষেও অসম্ভব। বৃদ্ধের পিছনে রয়েছে পাকানো দড়ির চাবুক হাতে এক যুবক। সে বাকে উচ্চ চাবুক দ্বারা প্রহার করছে। চাবুকের আঘাতে বৃদ্ধের পিঠ ফেটে যাচ্ছে। আমি যুবককে বললাম, মাঝমান! জালাহকে উদ্ধ করো। ৭ দুর্বল বৃদ্ধকে প্রহার করা থেকে বিরত হও। বৃদ্ধ লোকটি রূপ দ্বারা পানি টোঁটো করে যে কঠিন কাজে নিয়োজিত বা কি তার জন্য যথেষ্ট নয়? বা মাঝেও বাকে প্রহার করছে? যুবকটি বললো, বরদমস্তে সে ভো আমায় পিভা। আমি বললাম, জালাহ বাজালা ভোষার অকল্যাণ করুন। যুবকটি বললো, থামুন! সে তার পিভার সাথে গুরুত্ব আচরণ করছে। আর তার পিভাও তার দাদার সাথে ৭ ধর্মতের আচরণ করছে। বখন আমি বললাম, হুই হলো, মাভা- পিভার মবদাহিবে বড় নাফন্নশান ব্যক্তি।^৪

জামশা'ছী ন্ন. বনেন, জৈনক জারব আমাকে বলেন, আমুল মালেক ইবন মারজ্বানের শামনামলে মুনাখিল নামে এক লোক ছিল। তার ছিল একজন বৃদ্ধ পিভা। তার উপাধি ছিল ফার'জান। যুবক হেলোট তার অবাস্থ্য ছিল। কবিভার হন্দাকারে বৃদ্ধ আক্ষেপ করে বলেন, আমায় ও মুনাখিলের মাঝে আত্মীয়তা আমাকে যেমন প্রতিদান দিয়েছে যেমন ঋণ দাওয়া ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য বাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিছুকাল পর মুনাখিলের মস্তাব জুলাহিহি মুনাখিলের অবাস্থ্য হয়ে যায়, সে জুলাহিহি কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হয়ে বলে, আমায় মাল- মস্হদের ব্যাপারে জুলাহিহি আমায় বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, আর সে আমায় অবাস্থ্য হয়,

^২ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭

^৩ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯

^৪ নাদরাতুন নাদিম, ১০ খ, পৃ. ৫০১৭

যখন জামান শেরদাউর হাট বেকিয়ে ধনুকের মতো হয়ে গেছে। ৭ অবস্থা দেখে গডর্তন জুলাইকে প্রহর করতে উদ্যত হলে সে বলে, জামান ব্যাপার ভাড়াহাড়া করবেন না। ৭ই হচ্ছে ফারজান পুত্র মুনাখিল যার সম্পর্কে তার পিতা আক্ষেপ করে বলেছিলো, জামান ও মুনাখিলের মাঝে আত্মীয়তা এমন প্রতিদান দিয়েছে যেমন ঋণ দাড়া ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য বাড়িয়ে বেড়ায়। ৭ কথা শুনে গডর্তন বলেন, ওহে! ভ্রূষি তোমার মাতা-পিতার নাকরসাতী করেছে, এখন মস্তান কর্তৃক নাকরসাতীর শিকার হয়েছে।^১

উবাইদ ইবন জুহাইর থেকে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সুমা আ. ৭ন ওপর আলাহ ভাজালা যা নাখিল করেছেন তাতে মাতা- পিতার নাকরসাতীর ব্যাপারে কি বলেছেন? জবাবে তিনি বলেন, পিতা মস্তানকে কোন আদেশ করলে সে যদি বা পালন না করে, মেট্রিই হলো পিতার নাকরসাতী। আর পিতা মস্তানের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের মন্থুখীন হয়ে আলাহর দরবারে অভিযোগ করলে মেট্রি হবে পুরোপুরি নাকরসাতী ও অবাস্য্য।^২

মাতা- পিতার নাকরসাতীর অপকারিতা

- মাতা- পিতা আলাহর বড় বেজামত। নাকরসাত মস্তান আলাহর বেজামতের অধীকার করে। ফলে সে মাতা- পিতার অনুরোধকেও অধীকার করে।
- মাতা-পিতার মন্থুফি আলাহর মন্থুফি। তাদের অমন্থুফি আলাহর অমন্থুফি। মাতা- পিতার নাকরসাত মস্তান আলাহর মন্থুফি থেকে দূর হয়ে যায়।
- মাতা-পিতার নাকরসাতী মসাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি মাতা- পিতার সাথে অমদারচরণ করে তার মস্তান, তার প্রতিবেশী ও তার মসাজের লোকেরাও তার সাথে অমদারচরণ করবে।
- মাতা-পিতার নাকরসাতীর কারণে মসাজ থেকে শাব্বি ও নিরাপত্তা দূরীভূত হয়।
- নাকরসাত মস্তান, মাতা-পিতার নাকরসাতীর প্রতিফল দুনিয়াতেও পাবে।
- মাতা- পিতার নাকরসাতীর কারণে চহরার লাবন্যতা ও নূর দূরীভূত হয়।
- নাকরসাত মস্তান কেশামতের দিন আলাহর রহস্যের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।^৩

^২ প্রাপ্ত

^১ নাদরাতুন না'ঈম; ১০ খ, ৫০১৭

^২ প্রাপ্ত